POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ
اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا
الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ

তুমি বল হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহ্‌র রসুল, যিনি আকাশমালা ও পৃথিবীর আধিপত্যের অধিকারী। তিনি ব্যতিত কোন মা'বুদ নাই, তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান।'

(আল আরাফ: ১৫৯)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 42

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 20 অক্টোবর, 2022 23 রবিউল আওয়াল 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আল্লাহ্ তা'লা তিন ব্যক্তির সঙ্গে কিয়ামত দিবসে ঝগড়া করবেন।

২২২৭) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা.) বলেছেন: আল্লাহ্ তা'লা বলেন- তিন ব্যক্তির সঙ্গে আমি কিয়ামত দিবসে ঝগড়া করব।এক ব্যক্তি যে আমার নাম নিয়ে কাউকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং পরে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হল সে, যে একজন স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষন করেছে।তৃতীয় ব্যক্তি সে, যে কিনা শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করেছে, কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার পরও তার পারিশ্রমিক তাকে দেয় নি।

২২৫৯) হযরত আয়েশা (রা.) -এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন- হে রসুলুল্লাহ! আমার দুই প্রতিবেশী রয়েছে। আমি তাদের মধ্য থেকে কাকে উপহার পাঠাব? আঁ হযরত (সা.) বললেন- তাদের মধ্যে যার ঘরের দরজা তোমার বেশি কাছের।

কাজ করতে ইচ্ছুক বা পদপ্রার্থীদের বিষয়ে

২২৬১) হযরত আবু মুসা আশআরি (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে , 'আমি (ইয়েমেন থেকে) নবী (সা.)-এর কাছে এসে উপস্থিত হই আর আমার সঙ্গে আশআর গোত্রের দুই ব্যক্তি ছিল (যারা কোনও কাজের সন্ধানে ছিল, তারা আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট এর আবেদন করেন)। আমি বললাম, আমি জানতাম না যে এরা কাজ করতে ইচ্ছুক। আঁ হযরত (সা.) বললেন- 'আমি এমন লোকেদের কাজে লাগাই না যারা এর বাসনা করে। (বর্ণনাকারী বলেন, নবী (সা.) কথা বলার সময় 'লান নাসতামেলা অথবা লা নাসতামেলু' বলেছিলেন।

(বুখারী, ৪র্থ খণ্ড)

সঠিক এবং সত্যি কথা সেটিই যা খোদা তা'লার আমার নিকট উন্মোচন করেছেন, যা হাদীস সম্মত। অর্থাৎ মসীহ কোনও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করবেন না, আর অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধও করবেন না। বরং তিনি তো সংস্কার করতে আসবেন। তবে আমি একথা বিশ্বাস করি যে তাঁর কাজ হবে পাপ নিবারণ করা এবং তিনি অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা এই কাজ সম্পাদন করবেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

বাহ্যিকভাবে মসীহ্‌র কাজ কি যার কারণে তার এমন নাম রাখা হয়েছে? মসীহ ইবনে মরিয়মের কাজ হবে পাপ নিবারণ করা আর মাহদীর কাজ হবে পুণ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। লক্ষ্য করুন, মসীহর কাজ হল يَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ এবং يَكْسِرُ الصَّلِيْبَ এটিই হল পাপ নিবারণ। কিন্তু আমি মোটেই এই মতবাদে বিশ্বাসী নই যে তিনি এই কাজের জন্য তরবারি ও বর্শা হাতে নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন।

যে সব উলেমারা দাবি করে যে তিনি যুদ্ধ করবেন তারা ভ্রান্তিতে নিপতিত। একথা মোটেই সঠিক নয়। তিনি আবির্ভূত হয়েই তরবারি নিয়ে রণাঙ্গণে ঝাঁপিয়ে পড়লেন- এ কেমন সংস্কার হল! এটা হতে পারে না। সঠিক এবং সত্যি কথা সেটিই যা খোদা তা'লার আমার নিকট উন্মোচন করেছেন, যা হাদীস সম্মত। অর্থাৎ মসীহ কোনও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করবেন না, আর অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধও করবেন না। বরং তিনি তো সংস্কার করতে আসবেন। তবে আমি একথা বিশ্বাস করি যে তাঁর কাজ হবে পাপ নিবারণ করা এবং তিনি অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা এই কাজ সম্পাদন করবেন।

আর মাহদীর কাজ হল পুণ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ যে সকল বিদাত ও পাপাচার ছড়িয়ে থাকবে তিনি সেগুলিকে হিদায়াতে পরিবর্তিত করে দিবেন। 'ঈসা' শব্দটি 'অউস' থেকে উদ্গত যা পাপ নিবারণের দিকে ইঙ্গিত করে। এই দুই রূপে আবির্ভাবের মধ্যে রহস্য হল মাহদী রূপে তাঁর আধ্যাত্মিক বিকাশটি হবে উৎকৃষ্টতর। কারণ তাঁর কাজ হল পুণ্যের প্রসার ঘটানো যা পাপ নিবারণের চেয়ে উৎকৃষ্টতর কাজ। যেমন- এক ব্যক্তি কেবল যদি কারোর পথের কাঁটা অপসারন করে, তবে নিঃসন্দেহে তা বড় কাজ। কিন্তু যে ব্যক্তি তাকে বাহনে করে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় এবং আহারও করায়, সে তার থেকেও উৎকৃষ্ট। অতএব মাহদী হলেন মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ সেই কারণে তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা। ঈসা ইবনে মরিয়ম যে মাহদী খলীফাতুল্লাহ্‌র বয়আত করবেন, তাতেও এই রহস্য নিহিত। আর মাহদী হিসেবে তাঁর আবির্ভাব এই কারণেও শ্রেষ্ঠ যে প্রকৃতপক্ষে তিনি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিকাশস্থল হবেন আর তিনি (সা.) খাতামুল আম্বিয়া ছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন। অতএব, তাঁর আধ্যাত্মিক আবির্ভাবও শ্রেষ্ঠ হবে।

এই দুটি আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি অবধারিত ছিল। উলেমা সম্প্রদায়ের অনৈতিকতার নমুনা দেখুন। তারা একটি আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তিকে স্বীকার করেছে। অর্থাৎ মাহদী তাঁর বৈশিষ্টাবলী এবং নামের বিষয়ে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতিচ্ছায়া হবেন। কিন্তু অপরদিকে তারা ঈসা ইবনে মরিয়ম সম্পর্কে এই মতবাদ পোষণ করে যে তিনিই সশরীরে আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। কিরূপ আশ্চর্যের বিষয়! মানুষের কিরূপ বৌদ্ধিক অধঃপতন হয়েছে যে পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা বলছে আর সত্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এক স্থানে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তিকে তারা স্বীকার করে নিয়েছে, এবং তাঁর প্রতিনিধি খলীফাতুল্লাহ্ হবেন। কিন্তু এরপরেও যে পদপর্যাদায় ছোট তাকে নিজেকে কেন সশরীরে আসতে হবে? এদের বিশ্বাস, যে মাহদী পুণ্যের প্রসার করতে আসবেন এবং যাঁর পদমর্যাদা উচ্চ, তিনি আধ্যাত্মিকভাবে আসবেন। কিন্তু অপরদিকে দাবি করে যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম সশরীরে পুনরাগমণ করবেন তাঁর হাতে বয়আত করতে। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪০৭)

১২৭ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৩, ২৪ ও ২৫ শে ডিসেম্বর ২০২২ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)–এর সাক্ষাত অনুষ্ঠান ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।

অর্থনীতি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত এক খাদেম প্রশ্ন করেন যে, এই বিভাগে কোন বিষয়ের উপর বেশি ফোকাস করা উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই বিষয়ের উপর ফোকাস করা উচিত যে কিভাবে শূন্য সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। বর্তমান লেনদেন ব্যবস্থায় সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা কিভাবে সম্ভব হতে পারে তা নিয়ে গবেষণা করা উচিত। যারা বাণিয্য নিয়ন্ত্রণ করে সেই বিত্তশালী শ্রেণী সুদের উপরই চলে।

আমাকে কেউ একজন একটি নিবন্ধ পাঠিয়েছিল। নিবন্ধকার সম্ভবত একজন ইউরোপীয় ছিলেন যিনি সুদবিহীন ব্যংকিং ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। তাঁর লেখা সেই পুস্তিকাটি ইন্টারনেটেও পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া জামাতও একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেছে। জামাতের অনেক অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ এবং লেনদেন বিশেষজ্ঞ রয়েছেন যারা এই রিপোর্টটি তৈরী করেছেন। আমি সেই রিপোর্টটি হাতে পেয়েছি।

অনুরূপভাবে কিছু ইসলামি ব্যাংকও রয়েছে, কিন্তু সেগুলিও সুগার কোটেড। সেগুলিও মূলত সুদ ভিত্তিক। কিন্তু আমার কাছে তথ্য রয়েছে যা আমি আমাদের আহমদী বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তৈরী করিয়েছি। আপনি সেটা চাইলে আপনাকে আমি পাঠিয়ে দিব।

প্রশ্ন: একজন ছাত্র সমকামিতার বিষয়ে নিবেদন করে যে, মানবদেহে একটি জিন রয়েছে যা মানুষের সমকামিতার কারণ হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কেউ যদি জন্মগতভাবে এমন হয়েও থাকে তবে সেটিকে বৈধতা দান করে, আইনের অংশে পরিণত করে এবং এর প্রচার করে সমাজে নির্লজ্জতার প্রসার ঘটানো হচ্ছে।

পাঁচ ছয় বছর পূর্বে কানাডা গিয়ে সেখানকার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যখন আমি কথা বলেছিলাম, সেই সময় তাঁরা পার্লামেন্টে এই সংক্রান্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করেছিলেন বা করার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময় এ বিষয়ে বিতর্ক হচ্ছিল আর সকলে এর পক্ষে ছিল। আমি তাঁকে বলেছিলাম আপনাদের সমস্যা কি? কোনও কিছু গোপনে থাকলে সেটিকে গোপনেই থাকতে দিন। সেটিকে প্রকাশ্যে এনে অন্যদেরকেও সে বিষয়ে উৎসাহিত করা জরুরী নয়। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তাঁর কাছে তথ্য আছে কি না। আপনার দেশে কতজন এমন আছে যাদের জন্য আপনি দেশে সমকামিতা বিষয়ক আইন প্রণয়ন করছেন? প্রধানমন্ত্রীর সচিব পাশেই ছিলেন যিনি উত্তর দিলেন আমাদের দেশে এমন মানুষের সংখ্যা পাঁচশজন। কেবল পাঁচশ মানুষের জন্য আইন তৈরী করে সারা দেশের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করেছেন।আর এরপর যেভাবে ফ্যাশনের অন্ধ অনুসরণ হয়ে থাকে, ঠিক সেভাবেই এটিও একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বলেছেন, লুত জাতির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য ছিল যার কারণে তারা ধ্বংস হয়েছিল। কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে যে, এটি একটি নির্লজ্জতা। তোমরা কাউকে নির্লজ্জতাই লিপ্ত দেখলে তাকে শাস্তি দাও। নিঃসন্দেহে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এটি এমন একটি বিষয় যা ইসলামে নিষিদ্ধ এবং কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'লার নিকট এতটাই অপছন্দনীয় যে এই কারণে তিনি একটি জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এই সব জাতিগুলি এমনিতেও বহু পাপাচারে বেড়ে চলেছে, তাই এই পাপেও অগ্রসর হবে আর নির্লজ্জতার কাজে উৎসাহ প্রদান করতে আইনি বৈধতা দিবে। আইনি বৈধতা দানের মাধ্যমে সমগ্র জাতি এই পাপে অংশ নিচ্ছে। জাতি সমূহ এভাবেই ধ্বংস হয়ে থাকে। এদেরও একই পরিণাম হবে। সেখানেও আমি প্রধানমন্ত্রীকে স্পষ্টভাবে বলেছিলাম, আপনারা এই আইন পাশ করে নিজের জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন না তো? যাইহোক জাতি এখনও ধ্বংস হয়ে যায় নি। অন্যান্য পুণ্যবান মানুষও তাদের মধ্যে আছেন। কিন্তু শাসকদল হওয়া সত্ত্বেও তাদের দল রাজনীতি থেকে এমনভাবে উধাও হয়ে গেল যেন সেই দলকে কেউ জানতই না।

এছাড়া আহমদীদের মধ্য থেকে যদি কারো মনে এমন চিন্তার উদ্রেক হয় তবে তাকে ইসতেগফার করা উচিত। নিজেকে এর থেকে দূরে রাখুন। এর প্রতি নিজেদের মনে বিতৃষ্ণা তৈরী করুন। ভাবে মন থেকে চিন্তাভাবনা দূর হয়ে যায়। কিন্তু সে দিকে মনোযোগ দিলে চিন্তাগুলি বেশি করে আসবে। তাছাড়া বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে গবেষণা করছে,দেখা যাক তারা এর প্রতিকার বের করতে পারেন?

সেই ছাত্রটিই প্রশ্ন করে যে, সমকামিতাকে কি রোগ বলা যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটিকে রোগ বলা যায় না। দু-একজনের ক্ষেত্রে এটিকে হয়তো রোগ বলাও যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এটি এমন এক বিষয় যার কারণে আমি জাতিসমূহকে ধ্বংস করে দিই। তাই নিঃসন্দেহে এটি কোনও রোগ নয়। এটি সমাজ তথা পরিবেশের তৈরী করা বিষয়। কিছু মানুষ এমন বিশেষ পরিবেশে বাস করে যার কারণে তাদের উপর এমন মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব পড়ে যে তারা একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এটি একপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব। কিন্তু যখন এটি একটি জাতীয় বৈশিষ্টে পরিণত হয় তখন সেটিই ধ্বংস ডেকে আনে।

একজন ছাত্র প্রশ্ন করে যে, সে রাজনীতিতে যুক্ত হতে চায়। এ বিষয়ে হুযুর আনোয়ারের মতামত কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: দেশে যে শাসন ব্যবস্থা চলছে তা হল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যার মধ্যে রাজনীতিক দল রয়েছে। প্রত্যেক দলের একটি ঘোষণাপত্র রয়েছে যার ভিত্তিতে তারা দল পরিচালনা করে থাকে আর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। যদি কারো সেই ঘোষণাপত্র পছন্দ হয়, সেক্ষেত্রে তা দেশের তথা মানবতার সেবার জন্য ভাল। তাই ব্যক্তিগতভাবে আপনি তাতে যুক্ত হতে চান তবে তাতে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু যদি একথা বলা হয় যে জামাত আহমদীয়া কোনও দলকে সমর্থন করুক তবে তা হয় এবং হবে না। নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকে নিজের নিজের পছন্দকে ভোট দিতে পারে। কিন্তু একজন আহমদীর একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, সেই ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া উচিত যে শিক্ষিত এবং উন্মুক্তমনা, দেশের জন্য কল্যাণকর, যার পৃষ্টভূমি ভাল- সে যে দলেরই হোক না কেন। যার ব্যক্তিগত চিন্তাধারা উন্নত, যাকে আপনি ব্যক্তিগতভাবে জানেন, এবং নিজেদের দেশ ছাড়াও সমগ্র মানবতার জন্য যে কল্যাণকর। বিশ্ব-শান্তির জন্য কল্যাণকর, অভাবপীড়িত দেশগুলিকে সহায়তা করার জন্য কল্যাণকর এমন মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করা উচিত। এমন মানুষদের দলে যোগ দিলে কোনও অসুবিধে নেই আর তাদেরকে ভোট দিলেও কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু এটা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কাজ।

যে সব স্থানে জামাতের কুড়ি -পঁচিশ জন সদস্য বাস করে, তারা যদি মনে করে যে অমুক নেতা জামাতের জন্যও এবং দেশ ও পৃথিবীর জন্যও কল্যাণকর কিম্বা যদি তারা মনে করে সেই রাজনীতিক দলের ঘোষণাপত্র মানবহিতৈষী, তবে তারা একত্রিত হয়ে তাকে ভোট দিতে পারে। কিন্তু কাউকে কোথাও অবশ্যই যেতে হবে কিম্বা যেতে হবে না বলে কাউকে বাধ্য করা যেতে পারে না। যদি কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত হতে চান হতে পারেন, ভাল কথা।

আফ্রিকায় এবং বিশেষ করে ঘানায় যেহেতু আহমদীদের সংখ্যাও বেশি, সেখানে দুই-তিনটি রাজনীতিক দল রয়েছে আর আহমদীরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন দলে যুক্ত আছেন। তাদের মধ্য সাংসদ হন, এমনকি মন্ত্রীও হন। কোনও সরকার গঠন হল তখন দেখা গেল সরকারে আমাদের আহমদী মন্ত্রী রয়েছেন আবার সরকার পরিবর্তন হয়ে নতুন সরকার এলেও দেখা যায় সেখানেও আমাদের আহমদী মন্ত্রী রয়েছেন। কিন্তু তারা যখন মসজিদে আসেন তাদের মধ্যে রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর থাকে না, তখন কেবল আহমদীয়াতই তাদের পরিচয়।

ছাত্রদের সঙ্গে হুযুরের এই সাক্ষাত অনুষ্ঠান ৯:৫০ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

এরপর হুযুর আনোয়ার জলসা গাহ এসে মগরিব ও এশার নামায জমা করে পড়ান। নামাযের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বিশ্রামকক্ষের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

****

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০টা পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সম্পর্কে বলেছিলেন যে, যদি কেউ পৃথিবীতে বিচরণশীল লাশ দেখতে চায়, তাহলে সে যেন (হযরত) আবু বকর (রা.)-কে দেখে। হযরত আবু বকর (রা.)'র মর্যাদা তাঁর বাহ্যিক কাজকর্মের কারণেই নয়,বরং সে বিষয়ের কারণে যা তাঁর (রা.) হৃদয়ে বিরাজমান। " [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদাবান সাহাবী এবং খলীফায়ে রাশেদ হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর যুগে বিদ্রোহী ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান সমূহের বিস্তারিত বর্ণনা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (১৬ তবুক , ১৪০১ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র যুগের গুরুত্ব পূর্ণ কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করা হচ্ছিল। এ প্রেক্ষিতে 'যিম্মি'দের অধিকার সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। 'যিম্মি' ছিল সেসব লোক যারা ইসলামী সরকারের আনুগত্য মেনে নিয়ে নিজেদের ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল আর ইসলামী সরকার তাদের সুরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। মুসলমানদের বিপরীতে তাদের সামরিক দায়িত্ব পালন না করার বিষয়ে তারা স্বাধীন ছিল আর যাকাতও তাদের ক্ষেত্রে প্র যোজ্য ছিল না। তাই তাদের প্রাণ ও সম্পদ এবং অন্যান্য মানবাধিকারের সুরক্ষার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে একটি সামান্য কর আদায় করা হতো, যেটিকে সাধারণ পরিভাষায় 'জিযিয়া' বলা হয়। এর পরিমাণ ছিল মাথাপিছু বার্ষিক চার দিরহাম আর এটি কেবল প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ এবং কর্মক্ষম ব্যক্তিদের কাছ থেকে আদায় করা হতো। বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ, সহায়সম্বলহীন এবং শিশুরা এটি থেকে মুক্ত ছিল। বরং বিকলাঙ্গ ও দরিদ্রদের ইসলামী বায়তুল মাল থেকে সাহায্য করা হতো। ইরাক ও সিরিয়ার বিজয়াভিযানে বহু গোত্র এবং জনবসতি জিযিয়া প্রদানের ভিত্তিতে ইসলামী প্রজা হওয়ার মর্যাদা পায়। তাদের সাথে যেসব চুক্তি হয়েছে তাতে এরূপ ধারাও রাখা হয়েছে যে, তাদের খানকাহ্ ও গির্জাসমূহ ধূলিস্মাৎ করা হবে না। আর তাদের এমন কোন দুর্গও ভূপাতিত করা হবে না যাতে তারা প্রয়োজনের সময় শত্রুদের মোকাবিলায় আশ্রয় নেয়। শঙ্খ বাজানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকবে না আর ধর্মীয় উৎসবের দিন ক্রুশ বের করার ক্ষেত্রেও বাধা দেওয়া হবে না।

(আশারায়ে মুবাশ্বেরা, প্রণেতা- বশীর সাজিদ, পৃ: ১৮৩)

অর্থাৎ তারা ক্রুশ নিয়েওশোভাযাত্রা করতে পারবে। হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে হীরাবাসীদের সাথে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন তাতে অন্যান্য বিষয় ছাড়া এটিও অঙ্গীকার করা হয়েছিল যে, এমন বৃদ্ধ ব্যক্তি, যে কর্মক্ষম থাকে না অথবা যার ওপর কোন ব্যাধি বা বিপদ আপতিত হয় কিংবা যেপূর্বে ধনী ছিল কিন্তু পরবর্তীতে এতটা দরিদ্র হয়ে যায় যে, তার স্বধর্মীরা তাকে ভিক্ষা প্রদান করে, তার জিযিয়া মওকুফ করে দেয়া হবে, অর্থাৎ (জিযিয়া) তুলে দেয়া হবে। আর যতদিন সে 'দারুলহিজরত' এবং 'দারুল ইসলামে' বসবাস করবে, অর্থাৎ যেখানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে বসবাস করবে, তার ও তার পরিবার পরিজনের ব্যয়ভার মুসলমানদের বায়তুল মাল থেকে পূরণ করা হবে। তবে এমন লোকেরা যদি 'দারুল হিজরত' ও 'দারুল ইসলাম' ছেড়ে বাহিরে চলে যায়, অর্থাৎ অন্য দেশে চলে যায়, তাহলে তাদের পরিবার পরিজনের ভরণপোষণের দায়িত্ব মুসলমানদের ওপর বর্তাবে না।

(কিতাবুল খারাজ লি আবি ইউসুফ,পৃ: ১৪৮)

একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হীরাবাসীদের সাথে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ-এর চুক্তিতে লিপিবদ্ধ ছিল যে, অভাবী, বিকলাঙ্গ এবং সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের জিযিয়া থেকে অব্যহতি দেওয়া হবে।

(আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হায়কাল, পৃ: ৩১৮)

অতঃপর কুরআন সংকলন করা অনেক বড় একটি কাজ যা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র যুগে সম্পাদিত হয়েছে। কুরআন সংকলন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র স্বর্ণালী যুগের অতুলনীয় ও মহান এক কীর্তি। এটি মুসায়লামা কাযযাবের সাথে সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত। ইয়ামামার যুদ্ধে ১২০০ মুসলমান শহীদ হয়। আর তাদের মাঝে জ্যেষ্ঠ সাহাবী এবং কুরআনের হাফেযদেরও একটি বড় সংখ্যা ছিল। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী শহীদ হাফেযদের সংখ্যা ৭০০ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

(আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হায়কাল, পৃ: ৩৯৩)

অতএব এরূপ পরিস্থিতিতে পবিত্র কুরআনকে এক স্থানে সংকলনের করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত উমরের হৃদয়ে প্রেরণা সঞ্চার করেন। তিনি হযরত আবু বকরের কাছে এর উল্লেখ করেন যার বিস্তারিত সহীহ্ বুখারীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, উবায়েদ বিন সিব্বাক বর্ণ না করেন যে, হযরত যায়েদ বিন সাবেত বলেন, ইয়ামামাবাসীদের সাথে যুদ্ধের পর হযরত আবু বকর তাকে ডাকেন। (তিনি বলেন,) আমি দেখি, হযরত উমর বিন খাত্তাবও তাঁর কাছে বসে আছেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, উমর আমার কাছে এসেছেন আর তিনি বলেছেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধে পবিত্র কুরআনের বহু হাফেয শহীদ হয়ে গেছেন, আর আমার ভয় হলো বিভিন্ন যুদ্ধে বহু ক্বারী বা কুরআনের হাফেয শহীদ হবেন, যার ফলশ্রুতিতে পবিত্র কুরআনের অনেকটা অংশ নষ্ট হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই হযরত উমর পবিত্র কুরআন একত্রিত করার নির্দেশ জারি করতে বলছেন।

হযরত আবু বকর হযরত যায়েদকে বলেন, আমি উমরকে বলেছি যে, তুমি সেই কাজ কীভাবে করবে যা রসূলুল্লাহ্ (সা.) করেন নি? তখন উমর বলেন, খোদার কসম, এই কাজে কল্যাণই কল্যাণ নিহিত। উমর এই কথা আমাকে এতবার বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা এই কাজের প্রতি আমার হৃদয়েও প্রেরণা সঞ্চার করেছেন আর আমিও উমরের সাথে সহমত হই। হযরত যায়েদ বলেন, হযরত আবু বকর বলেন, হে যায়েদ! নিশ্চয় তুমি একজন যুবক ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর আমরা তোমাকে কোন অপবাদ অথবা দুর্বলতা থেকে পবিত্র মনে করি। তুমি মহানবী (সা.)-এর জন্য ওহীও লিপিবদ্ধ করতে। অতএব, এখন তুমি পবিত্র কুরআনকে খুঁজে খুঁজে সেটিকে একত্রিত কর। হযরত যায়েদ বলেন, খোদার কসম, যদি তিনি কোন পাহাড়কেস্থানান্তরিত করার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করতেন তাহলে তা আমার জন্য পবিত্র কুরআনকে একত্রিত করার চেয়ে অধিক কঠিন হতো না। এটি অনেক বড় দায়িত্ব ছিল যা আমার ওপর অর্পণ করা হয়েছে। আমি নিবেদন করি, আপনারা সেই কাজ কীভাবে করতে পারেন যা রসূলুল্লাহ্ (সা.) করেন নি?

হযরত আবু বকর বলেন, খোদার কসম, এই কাজ পুরোটাই কল্যাণ। হযরত আবু বকর এতবার এই কথা পুনরাবৃত্তি করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার হৃদয়কেও সেই বিষয়ের জন্য প্রশস্ত করেন, যার প্রেরণা তিনি হযরত আবু বকর ও হযরত উমরের হৃদয়ে সঞ্চার করেছিলেন। অতএব আমি পবিত্র কুরআনের অনুসন্ধান আরম্ভ করি এবং সেটিকে খেজুরের শাখা ও সাদা পাথর এবং মানুষের স্মৃতি থেকে একত্রিত করি। এমনকি সূরা তওবার শেষ অংশ আমি হযরত আবু খু যায়মা আনসারীর কাছ থেকে পাই যা তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছে পাইনি, আর তা হলো- لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ (সূরা তওবা, আয়াত: ১২৮) এখান থেকে নিয়ে সূরা তওবার শেষ পর্যন্ত । অতঃপর পবিত্র কুরআনের এই লিখিত পাণ্ডু লিপি হযরত আবু বকর(রা.)'র ইন্তে কাল অবধি তাঁর কাছেই থাকে। এরপর হযরত উমর (রা.)'র জীবদ্দশায় তাঁর কাছে থাকে। এরপর হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.)'র কাছে সুরক্ষিত থাকে।

(সহীহুল বুখারী, কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন, হাদীস-৪৯৮৬)

ইমাম বাগভী নিজ পুস্তক শারাহুস্ সুন্নাহ্-তে কুরআন সংকলন-সংক্রান্ত হাদীসসমূহের টীকা লিখতে গিয়ে বলেন, যে কুরআনকে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় রসূল (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন, সেটিকে সম্মানিত সাহাবীরা হুবহু সেভাবেই কোন কমবেশি না করে পরিপূর্ণভাবে একত্রিত করেছিলেন। আর সাহাবীদের পবিত্র কুরআন একত্রিত করার কারণ হাদীসেও এটি বর্ণিত হয়েছে যে, পূর্বে পবিত্র কুরআন খেজু রের শাখা, পাথরের স্লেট, পাথরের টুকরো এবং সম্মানিত হাফেযদের হৃদয়ে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। সাহাবীদের শঙ্কা হয় যে, হাফেযদের শাহাদাতের কারণে পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ নষ্ট না হয়ে যায়! তাই তারা হযরত আবু বকরের সমীপে উপস্থিত হন এবং তাঁকে পবিত্র কুরআনকে এক স্থানে সংকলনের পরামর্শ দেন। এই কাজ সমস্ত সাহাবীর ঐকমত্যের ভিত্তিতে হয়েছে। সুতরাং তারা পবিত্র কুরআনকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়া যেভাবে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছিলেন ঠিক সেভাবেই বিন্যস্ত করেন। মহানবী (সা.) নিজ সাহাবীদেরকে পবিত্র কুরআন শুনাতেন। আর তাদেরকে ঠিক সেই ধরাবাহিকতায় কুরআন শেখাতেন যেভাবে এটি এখন আমাদের সামনে পুস্তকাকারে রয়েছে। এই ধারাবাহিকতা জিব্রাঈল মহানবী (সা.)-কে শিখিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে প্রত্যেক আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার পর বলতেন যে, এই আয়াতকে অমুক সূরাতে অমুক আয়াতের পর লিখিয়ে দিন।

(শারাহুস সুন্নাহ, কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন, হাদীস-১২৩২, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৮৪-৪৮৫)

পবিত্র কুরআন সংকলন করার কাজ হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগে সম্পাদিত হয়েছে। হযরত আলী (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র প্রতি কৃপা বর্ষণ করুন, তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি পবিত্র কুরআনকে সর্বপ্রথম পুস্তকাকারে সংরক্ষণ করেছিলেন।

(লেখক-ইবনে আবি শিবা, কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন, রেওয়ায়েত নম্বর- ৩০৮৫৬, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৮২৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কুরআন সংকলন করা সম্পর্কে বলেন, "যে কাজ তখন পর্যন্তহয় নি তা শুধু এটুকুই যে, পবিত্র কুরআন এক গ্রন্থ হিসেবে সংকলিত হয় নি। যখন কুরআনের এই পাঁচশ' হাফেয যুদ্ধে, অর্থাৎ ইয়ামামার যুদ্ধে নিহত হন, তখন হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে যান এবং গিয়ে বলেন; 'এক যুদ্ধেই পাঁচশ' কুরআনের হাফেয শহীদ হয়েছেন অথচ এখনও আমাদের সামনে অনেক যুদ্ধ পড়ে আছে। যদি আরও হাফেয শহীদ হয়ে যান তাহলে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে মানুষের হৃদয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হবে। তাই কুরআনকে এক খণ্ডে সংকলন করা উচিত।' হযরত আবু বকর (রা.) প্র থমে এ কাজ করতে অস্বীকৃতি জানান, কিন্তু অবশেষে তাঁর কথা মেনে নেন।

হযরত আবু বকর (রা.) একাজের জন্য যায়েদ বিন সাবেতকে নিযুক্ত করেন, যিনি মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় পবিত্র কুরআনের লিপিকার ছিলেন; একইভাবে তার সাহায্যার্থে জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিযুক্ত করেন।

যদিও হাজার হাজার সাহাবী পবিত্র কুরআনের হাফেয ছিলেন, কিন্তু পবিত্র কুরআন লেখার সময় হাজার হাজার সাহাবীকে সমবেত করা অসম্ভব ছিল। এজন্য হযরত আবু বকর (রা.) নির্দেশ প্রদান করেন, পবিত্র কুরআন লিখিতাকারে বিদ্যমান বস্তু হতে প্রতিলিপি করা হোক, পাশাপাশি এই সতর্কতাও যেন অবলম্বন উচিত যে, অন্ত তপক্ষে আরও দু'জন কুরআনের হাফেয সেটির যেন সত্যায়ন করেন। সুতরাং চামড়া ও হাড়গোড়ের টুকরোতে পবিত্র কুরআনের যেসব অংশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল সেগুলো একস্থানে সংকলন করা হয় এবং পবিত্র কুরআনের হাফেযগণ সেগুলোর সত্যায়ন করেন। যদি পবিত্র কুরআন সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে, তবে তা শুধুমাত্র মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু এবং এই কাজের মধ্যবতী সময়টুকু সম্পর্কে হতে পারে। কিন্তু কোন বিবেকবান মানুষ কি একথা মানতে পারে- যে গ্রন্থ দৈনিক পাঠ করা হতো এবং যে গ্রন্থ প্রতি রমযানে হাফেযগণ উচ্চস্বরে পাঠ করে অন্য মুসলমানদের শোনাতেন এবং যে গ্রন্থের পুরোটা হাজার হাজার মানুষ আদ্যোপান্ত মুখস্ত করে রেখেছিল এবং যে গ্রন্থ এক খণ্ডে সংকলিত না থাকলেও বহু সাহাবী তা লিখে রাখতেন এবং খণ্ড খণ্ড আকারে লেখা সেসব লিপির সবগুলোই বিদ্যমান ছিল- সেগুলোকে এক খণ্ডে সংকলিত করতে কারও বেগ পেতে হতো? আর এমন এক ব্যক্তিকে কি এজন্য বেগ পেতে হতো যিনি স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর যুগে পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন এবং নিজেও এর হাফেয ছিলেন? আর কুরআন যেহেতু দৈনিক পাঠ করা হতো, সেক্ষেত্রে এটি কি সম্ভব যে, এই সংকলিত পাণ্ডুলিপিতে কোন ভুল হবে আর অন্যান্য হাফেয সেটি ধরতে পারবেন না? যদি এরূপ সাক্ষ্য সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা হয়, তাহলে পৃথিবীতে কোন প্রমাণই আর অবশিষ্ট থাকে না!

প্রকৃত সত্য হলো, পৃথিবীর এমন কোন রচনা এরূপ নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় বিদ্যমান নেই, যেরূপ নিরবচ্ছিন্নতার সাথে পবিত্র কুরআন বিদ্যমান রয়েছে।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৪৩২-৪৩৩)

এর পরে তিনি (রা.) এবিষয়ে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন যে, পবিত্র কুরআন আদি-অবিকৃত অবস্থ ায় রয়েছে এবং এতে কোন পরিবর্তন হয় নি; যেমনটি আপত্তি করা হয় যে, অমুক-অমুক পরিবর্ত ন হয়েছে; বর্তমান যুগেও এই আপত্তি উত্থাপন করা হয়- এটি তার উত্তর। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি আপত্তির খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন: "একটি আপত্তিএটি করা হয় যে, মহানবী (সা.)-এর যুগে পুরো কুরআন লেখা হয় নি। এর উত্তর হলো- এ কথাটি সঠিক নয়। মহানবী (সা.)-এর যুগে অবশ্যই পুরো কুরআন লেখা হয়েছিল। [যারা একথা বলে যে লেখা হয় নি, এটি ভুল; লেখা হয়েছিল।] যেমনটি হযরত উসমান (রা.)'র রেওয়ায়েত রয়েছে, যখন (কুরআনের) কোন অংশ অবতীর্ণ হতো, তখন মহানবী (সা.) লিপিকারকদের ডাকতেন এবং বলে দিতেন, 'এটি অমুক স্থানে সন্নিবেশিত করো।' এই ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও একথা বলা চরম নির্বুদ্ধিতা যে, 'মহানবী (সা.)-এর যুগে সম্পূর্ণ কুরআন লেখা হয় নি'। বাকি থাকল এই প্রশ্ন যে, হযরত আবু বকরের যুগে কেন লেখা হলো? এর উত্তর হলো, মহানবী (সা.)-এর যুগে পবিত্র কুরআন এখনকার মতো একখণ্ডে (সংকলিত) ছিল না। হযরত উমর (রা.)'র মনে এই ভাবনা জাগে, লোকেরা যেন এটি মনে না করে যে, পবিত্র কুরআন সংরক্ষিত নেই। এজন্য তিনি এ সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.)-কে যা বলেছিলেন তা হলো, اِنِّیۡۤ اَرٰۤی اَنۡ تَاۡمُرَ بِجَمۡعِ الۡقُرۡاٰنِ (উচ্চারণ: ইন্নী আরা আন তা'মুরা জাম'আল্ কুরআন)। অর্থাৎ, আপনি কুরআনকে একটি গ্রন্থরূপে সংকলন করার নির্দেশ প্রদান করুন- আমি এটিই যুক্তিযুক্ত মনে করি। এ কথা বলেন নি যে, আপনি এটি লিপিবদ্ধ করান। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) যায়েদকে ডেকে বলেন, কুরআন সংকলন করো। যেমন বলেন, 'ইজমা'হু'। অর্থাৎ, এটিকে একস্থানে সংকলন করো; এ কথা বলেন নি যে, এটি লিখে নাও। মোটকথা, শব্দাবলী স্বয়ং বলছে; সে সময়ে কুরআনের পৃষ্ঠাগুলো একস্থানে একত্রিত করার প্রশ্ন ছিল; লেখার প্রশ্ন নয়।

[ফাযায়েলুল কুরআন (১) আনোয়ারুল উলুম, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৫১৪-৫১৫]

হযরত আবু বকর (রা.)'র খিলাফতকালে পবিত্র কুরআনকে একখণ্ডে সংকলিত করা হয় এবং পরবর্তী তে হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে যে অগ্রগতি হয় তা হলো, সমগ্র আরবকে বরং গোটা মুসলিম বিশ্বকে অভিন্ন ক্বিরাআত বা পঠন রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

অতএব, হযরত উসমান (রা.)'র যুগে পবিত্র কুরআনের এশায়াত বা প্রসারের ব্যাপারে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,"হযরত আবু বকর (রা.)'র পর হযরত উসমান (রা.)'র যুগে অভিযোগ আসে যে, বিভিন্ন গোত্রের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ক্বিরাআতে পবিত্র কুরআন পাঠ করে; অ-মুসলমানদের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। তারা মনে করে, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন নুসখা বা পাণ্ডু লিপি রয়েছে। এই ক্বিরাআতের বা পঠন রীতির অর্থ হলো, কোন গোত্র কোন অক্ষরকে যবর দিয়ে পাঠ করে, অপর গোত্র যের দিয়ে পাঠ করে, তৃতীয় গোত্র পেশ দিয়ে পাঠ করে। আর এই পঠন রীতি আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় পাওয়া যায় না। এজন্য আরবী সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তি যখন এটি শুনবে সে মনে করবে, এ কিছু বলছে আর সে অন্য কিছু বলছে, অথচ উভয়ে একই কথা বলছে। কাজেই, এই বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষার জন্য হযরত উসমান (রা.) এই পরামর্শ প্রদান করেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)-র যুগে (কুরআনের) যে পাণ্ডু লিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল বা সংকলন করা হয়েছিল এর কয়েকটি অনুলিপি প্রস্তুত করা হোক এবং তা বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হোক; আর এই নির্দে শ প্রদান করা হোক যে, এখন থেকে এই ক্বিরাআত বা পঠন রীতি অনুযায়ী কুরআন পড়তে হবে আর অন্য কোন ক্বিরাআতে পড়া যাবে না। হযরত উসমান (রা.) যেকথা বলেছিলেন তাতে আদৌ দোষের কিছু ছিল না। মহানবী (সা.)-এর যুগে আরবের লোকেরা গোত্রবদ্ধ জীবন যাপন করতো। অর্থাৎ, প্রত্যেক গোত্র অন্য গোত্র থেকে পৃথক বসবাস করতো। এজন্য তারা নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষায় অভ্যস্ত ছিল। অর্থাৎ, তাদের (কথা) বলার নিজস্ব ভঙ্গি বা রীতি ছিল। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর হাতে সমবেত

হয়ে আরবের লোকেরা সভ্য হয়ে উঠে এবং একটি কথ্য বা আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে আরবী ভাষা একটি পড়ালেখার ভাষা বা জ্ঞানগর্ভ ভাষায় পরিণত হয়। বিপুল সংখ্যক আরবের লোকেরা পড়ালেখা শিখে, যে কারণে প্র ত্যেক ব্যক্তি সে যে গোত্রের সাথেই সম্পর্ক রাখুক না কেন, যেভাবে পড়ালেখার ভাষায় সেটা বলা হয়ে থাকে একই স্বাচ্ছন্দ্যে সেই শব্দ উচ্চারণ করতে পারতো । যা প্রকৃতপক্ষে সারা দেশের ভাষা ছিল। যখন গোটা দেশের মানুষজন একটি পড়ালেখার ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল তখন আর তাদেরকে স্ব-স্ব গোত্রীয় উচ্চারণে পবিত্র কুরআন পাঠ করতে থাকার অনুমতি দেওয়ার আর এভাবে অন্যান্য জাতির জন্য হোঁচট খাওয়ারও কারণ হবে- এর কোন যৌক্তিকতা ছিল না । কাজেই, হযরত উসমান (রা.) এসব হরকত (বা যের-যবর-পেশ) দিয়ে পবিত্র কুরআন লিখে যা মক্কার ভাষা অনুযায়ী ছিল, সমস্ত দেশে প্রতিলিপি বিতরণ করান এবং ভবিষ্যতের জন্য নির্দেশ দেন যে, মক্কার উচ্চারণ ব্যতীত অন্য কোন গোত্রীয় উচ্চারণে যেন কুরআন পড়া না হয়। এই বিষয়টি না বোঝার কারণে ইউরোপের লেখক এবং অন্যান্য দেশের লেখকেরা সবসময় এই আপত্তি উত্থাপন করতে থাকে যে, হযরত উসমান (রা.) নতুন কোন কুরআন প্রণয়ন করেছিলেন অথবা উসমান কুরআনে নতুন কোন পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয় সেটিই যা বর্ণনা করা হয়েছে।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৪৩৩-৪৩৪)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: "নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআন মাতলু ওহী তথা পঠনীয় ওহী এবং পুরোটাই এমনকি নোকতা ও অক্ষর সবই সুনিশ্চিৎভাবে নিরবিচ্ছিন্নরূপে চলে আসছে। আল্লাহ্ তা'লা এটিকে ফেরেশতাদের তত্ত্বাবধানে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় অবতীর্ণ করেছেন। শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)'ও কোন ত্রুটি করেন নি এবং তিনি নিজের চোখের সামনে একেকটি আয়াত যেভাবে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে হুবহু সর্বদা সেভাবেই লিপিবদ্ধ করাতেন যতক্ষণ না তিনি এটিকে পূর্ণাঙ্গীনভাবে একত্রিত করিয়েছেন। আর তিনি স্বয়ং আয়াতসমূহকে বিন্যস্ত করিয়েছেন ও সংকলন করিয়েছেন।

এছাড়া নিয়মিতভাবে নামাযে এবং নামাযের বাইরেও এগুলো তিলাওয়াত করিয়েছেন, যতক্ষণ না তিনি (সা.) এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর সর্বোত্তম বন্ধু ও প্রেমাস্পদ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে ফিরে গেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অতঃপর প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) পবিত্র কুরআনের সকল সূরাকে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে শ্রুত বিন্যাস অনুযায়ী একত্র করার ব্যবস্থা করেন। হযরত আবু বকর (রা.)'র পর আল্লাহ্ তা'লা তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.)-কে সুযোগ দিয়েছেন। তিনি কুরায়েশদের ভাষা অনুযায়ী পবিত্র কুরআনকে অভিন্ন ক্বিরাআতে সংকলন করেন এবং সেটিকে সব দেশে ছড়িয়ে দেন।

(হামামাতুল বুশরা, পৃ: ১০১-১০২)

একটি প্রশ্ন হলো, সহীফা সিদ্দিকী তথা হযরত আবু বকর (রা.) পবিত্র কুরআনের যে কপিটি লিখিয়েছিলেন তা কতদিন পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত যায়েদ বিন সাবেতের মাধ্যমে যে কুরআন এক খণ্ডে সংকলন করিয়েছিলেন তাকে 'সহীফা সিদ্দিকী'ও বলা হয়ে থাকে। এটি হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। এরপর সেটি হযরত উমর (রা.)'র হাতে চলে আসে এবং হযরত উমর (রা.) এটি উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসার কাছে সোপর্দ করেন এবং বলেন, এটি যেন কাউকে দেওয়া না হয়। যদি কেউ অনুলিপি করতে চায় বা নিজের অনুলিপির সংশোধন করতে চায়, সে এটি থেকে উপকৃত হতে পারে বা ব্যবহার করতে পারে। যাহোক, হযরত উসমান (রা.) তার খিলাফতকালে হযরত হাফসার কাছ থেকে এটি ধার নিয়ে কিছু অনুলিপি প্রস্তুত করিয়ে এটি হযরত হাফসাকে ফেরত দিয়ে দেন। মারওয়ান যখন ৫৪ হিজরী সনে মদিনার শাসক নিযুক্ত হন তখন তিনি হযরত হাফসার কাছ থেকে পবিত্র কুরআনের এই কপিটি নিতে চান, কিন্তু হযরত হাফসা দিতে অস্বীকৃতি জানান। হযরত হাফসা (রা.)'র ইন্তেকালের পর মারওয়ান হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.)'র কাছ থেকেনিয়ে সেটি নষ্ট করে ফেলে। কিন্তু এর আগেই হযরত উসমান (রা.) এটি সংরক্ষণ করে ফেলেছিলেন।

(সিয়ারুস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৪) (ফতহুল বারি, কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৬৩৬-৬৩৭)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সর্বপ্র থম যেসব কাজ সম্পাদন করেছেন বা সর্বাগ্রে যেসব কাজ তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত সেগুলোকে 'আওয়ালিয়্যাতে আবু বকর' নাম দেওয়া হয়েছে। এমন বিভিন্ন কাজ ও বিষয় আছে যা তিনি সর্বাগ্রে করেছিলেন। যেমন, তিনি সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয়, মক্কায় সর্বপ্রথম তিনি নিজ ঘরের সামনে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। তৃতীয়, মক্কায় রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সপক্ষে সর্ব প্রথম তিনি মক্কার কুরায়েশের সাথে লড়াই করেছেন। চতুর্থ, অনেক দাস-দাসী যারা ইসলাম গ্রহণের কারণে নির্যাতিত নিপিড়ীত হচ্ছিল তিনি সর্বপ্রথম তাদেরকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। পঞ্চম, একক গ্রন্থাকারে তিনিই সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন সংকলণ করেছেন। ষষ্ঠ, তিনিই সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের নাম মুসহাফ রেখেছেন। সপ্তম, সর্বপ্রথম তিনি 'খলীফা রাশেদ' স্বীকৃতি পেয়েছেন। অষ্টম, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশায় সর্বপ্রথম হজ্জের আমীর নিযুক্ত হয়েছেন। নবম, রসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় সর্বপ্রথম নামাযে মুসলমানদের ইমামতি করেছেন। দশম, ইসলামে সর্বপ্রথম তিনি বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করেছেন। একাদশ, তিনি ইসলামের প্রথম খলীফা যার জন্য মুসলমানরা বায়তুল মাল থেকে ভাতা নির্ধারণ করেছে। দ্বাদশ, তিনি সর্বপ্রথম খলীফা যিনি আপন স্থলাভিষিক্ত খলীফার নাম প্রস্তাব করেন। হযরত উমর (রা.)-কে তিনি মনোনীত করেছিলেন। ত্রয়োদশ, তিনি প্রথম খলীফা যার খিলাফতের বয়আতের সময় তার পিতা হযরত আবু কোহাফা জীবিত ছিলেন। চতুর্দশ , তিনি ইসলামের সর্বপ্রথম ব্যক্তি যাকে রসূলুল্লাহ (সা.) কোন উপাধি প্রদান করেছিলেন। পঞ্চদশ, তিনি সর্বপ্র থম ব্যক্তি যার চার পুরুষ সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। তাঁর পিতা আবু কোহাফা সাহাবী, হযরত আবু বকর স্বয়ং নিজে সাহাবী, তাঁর পুত্র হযরত আব্দুর রহমান বিন আবু বকর এবং তাঁর পৌত্র হযরত মু হাম্মদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবু বকর; তাঁরা সকলেই সাহাবী ছিলেন।

(আস সিদ্দীক, প্রণেতা: প্রফেসর আলি মহসিন সিদ্দীকী, পৃ: ৩৮১-৩৮২)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর গুণাবলী সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তাঁর হুলিয়া তথা দেহাবয়ব সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন অর্থাৎ তার বরাতে বর্ণি ত হয়েছে, তিনি এক আরবকে হেঁটে যেতে দেখেন আর তিনি তখন তার হাওদায় বসা ছিলেন। তিনি বলেন, আমি এই ব্যক্তি অপেক্ষা অন্য কাউকে হযরত আবু বকরের অধিক সদৃশ দেখিনি। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা হযরত আয়েশার নিকট অনুরোধ করি, আপনি আমাদের নিকট হযরত আবু বকরের হুলিয়া তথা দেহাবয়ব বর্ণনা করুন। এর উত্তরে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) ফর্সামানুষ ছিলেন। হালকা-পাতলা গড়নের ছিলেন, গালে মাংস কম ছিল। কোমর সামান্য আনত ছিল,যার ফলে তার লুঙ্গিও কোমরে স্থীত হতো না বরং নিচের দিকে নেমে যেত। চেহারা ছিল স্বল্প মাংসল, অতটা ভরাট ছিল না। চোখ কোটরের ভেতরে ঢুকে থাকত এবং তার ললাট বা কপাল ছিল সুউচ্চ।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪০)

ইবনে সিরীন বলেন, আমি হযরত আনাস বিন মালেককে জিজ্ঞেস করি, হযরত আবু বকর(রা.) কি কলপ লাগাতেন? উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ, মেহেদী ও 'কাতাম' গুল্মের মাধ্যমে নিজের চুল ও দাড়িতে কলপ লাগাতেন।

(সহী আল মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, হাদীস-৪৩০৪, খণ্ড-১২, পৃ: ২৪৮-২৪৯)

তাঁর খোদাভীতি এবং তাঁর তাকওয়া ও জগদ্বিমুখতা সম্পর্কে লেখা রয়েছে যে, হযরত নবী করীম (সা.) হযরত রাবীয়া বিন জা'ফর ও হযরত আবু বকরকে কিছু জমি প্রদান করেন। একটি গাছ নিয়ে উভয়ের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। হযরত আবু বকর (রা.) তর্ক-বিতর্কের সময়কোন কঠোর কথা বলে ফেলেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে এতে তিনি অনুতপ্ত হন এবং বলেন, হেরাবীয়া! তুমিও আমাকে এমন কোন কঠোর কথা বলে দাও যেন তা পূর্বের কথার প্রতিশোধ গণ্য হয়। কিন্তু তিনি এমনটি করতে অস্বীকৃতি জানান। তারা উভয়ে মহানবী (সা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। সব শুনে রসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, রাবীয়া! তুমি কঠোর কোন উত্তর প্রদান করো না। কিন্তু এ দোয়া কর, গাফারাল্লাহু লাকা ইয়া আবা বকর। অর্থাৎ হে আবু বকর! আল্লাহ্ তা'লা আপনার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন। হযরত রাবীয়া এরূপই করলেন। হযরত আবু বকর যখন এ কথা শুনেন তখন তার ওপর এর এমন প্রভাব পড়ে যে, তিনি অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে ফিরে যান।

(ফতহুল বারি, শারাহ বুখারী লি ইবনে হাজার আসকালানি, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩১, হাদীস-৩৬৬১)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) একটি পাখি দেখেন যা একটি গাছে বসে ছিল। তিনি বলেন, হে পাখি!

তোমার জন্য সুসংবাদ। আল্লাহ্‌র কসম! আমিযদি তোমার মত হতে পারতাম! তুমি গাছে বস, ফল খাও, এরপর উড়ে চলে যাও। তোমার কোন হিসাব-নিকাশ নেই আর কোন শাস্তিও নেই।

আল্লাহর কসম! আমি যদি পথের পাশে থাকা একটি গাছ হতাম আর উট আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করত আর আমাকে ধরে নিজের মুখে পুরে দিত আর দ্রুত আমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলত, এরপর উট আমাকে বিষ্ঠার ন্যায় বের করে দিত আর আমি যদি মানুষ না হতাম!

(কুনযুল উম্মাল, খণ্ড-১২, পৃ: ২৩৭, কিতাবুল ফাযায়েল, হাদীস-৩৫৬৯৪)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সূরা নাবার ৪১ নং আয়াত ?

وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا অর্থাৎ কাফিররা বলবে হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম- এ আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে বলেন, কতিপয় মুসলমান সম্প্রদায় সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষে এতটাই সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে যে তারা বলে, হযরত আবু বকর (রা.) মৃত্যুক্ষণে এই আয়াতই পড়তেন, তাই তার কুফুরী প্রমাণিত। [অর্থাৎ তিনি পড়তেন, وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرَابًا (সূরা নাবা : ৪১); হযরত আবু বকর (রা.) বলতেন, কাফির বলতো কথাটা হবে না, ... তাই তিনি কাফের হয়ে গিয়েছেন, (নাউযু বিল্লাহ্)]।হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, অথচ রেওয়ায়েতটি যদি সঠিক হয়, [অর্থাৎ একথা যদি সত্য হয়] আর এ আয়াত যদি হযরত আবু বকর (রা.) সংক্রান্তও হয়ে থাকে, তাহলে হযরত আবু বকর (রা.)'র ঈমানের দৃষ্টিকোণ থেকে (এ আয়াতের) অর্থ হবে , কাফেরদের কথার অস্বীকারকারী, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) বলবেন, 'হায়, আমার সাথেও যদি খোদা তা'লার আচরণ এমনটিই হতো!' অর্থাৎ তিনি যদি আমার পুণ্যকর্মের জন্য কোন পুরস্কার বা ভুলত্রুটির জন্য কোন শাস্তি না দিতেন! (এ অবস্থায়) এ বাক্যটি তো একজন খাঁটি মু'মিনের বাক্য (বলে প্র মাণিত হয়)। বিভিন্ন হাদীসে স্বয়ং মহানবী (সা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) বলতেন, আমি আমার কর্মের জোরে মুক্তি পাব না, বরং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মুক্তি লাভ করব। কাফের শব্দটি এখানে কটাক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আর এর অর্থ হলো, মানুষ তাকে কাফের বলে! যুদ্ধক্ষেত্রে যিনি মহানবী (সা.)-এর সবচেয়ে নিকটে থাকতেন এবং যিনি তার সমস্ত সম্পদ মহানবী (সা.)-এর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন আর ১১ বছরের মেয়েকে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন, অথচ তখন তার বয়স ছিল ৫৪/৫৫ বছর। এছাড়া হিজরতের সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন, সমগ্র মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে তিনি (সা.) কেবল আবু বকর (রা.)-কে সাথে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পবিত্র কুরআন তাদের কটাক্ষ করে বলছে, এই কুরবানীকারী ব্যক্তি কাফের! অথচ সেসব লোক যারা তাঁর পুণ্যকর্মে র বিপরীতে তুলনামূলক কোনো পুণ্যকর্মই করে দেখায় নি তারাই মু'মিন হওয়ার দাবি করে!"

(তফসীর সাগীর, সূরাতুন নাবা, আয়াত-৪১, পৃ: ৭৯৮)

হযরত আবু বকর (রা.)'র মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন, হে আমার কন্যা! তুমি জান যে, সকল মানুষের মধ্যে তুমিই হলে আমার সবচেয়ে প্রিয়জন,আর আমি আমার অমুক জায়গার জমিটি তোমাকে হেবা বা দান করে দিয়েছিলাম। তুমি যদি তা দখলে নিতে এবং এর উৎপাদন থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে তাহলে অবশ্যই সেটি তোমার মালিকানায় থাকত, কিন্তু এখন তা আমার সকল উত্তরাধিকারীর মালিকানা। তাই আমি চাই, তুমি সেটি ফিরিয়ে দাও (অর্থাৎ সেই হেবা ফিরিয়ে দাও, কেননা তুমি এটি দখলে নাও নি আর আমার জীবদ্দশায় এ জমি আমার ব্যবহারাধীন ছিল;) যাতে সেটি আমার সব সন্তানের মাঝে আল্লাহ্ র কিতাব কুরআনের শিক্ষা অনুসারে বণ্টন করা যায়, আর আমি যেন আমার প্রভুর সাথে এ অবস্থায় মিলিত হতে পারি যে আমি আমার কোনো সন্তানকে অন্য সন্তানদের ওপর প্রাধান্য দিই নি। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) নিবেদন করেন, আপনার নির্দে শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪৫-১৪৬) (তারিখুল খোলাফা, প্রণেতা- আল্লামা সুয়ুতি, পৃ: ৮৯)

নিম্নোক্ত যে ঘটনাটি এখন আমি বর্ণনা করতে যাচ্ছি এর উল্লেখ ইতঃপূর্বেও হয়েছে, কিন্তু তাঁর গুণাবলী হিসেবেও এখানে আবার উল্লেখ করছি।

আল্লাহ্ তা'লা তাকে যখন খিলাফতের চাদর পরিয়েছেন তখনকার ঘটনা। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পরের দিনই যখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর দৈনন্দিন রীতি অনুসারে কঁ াধে কাপড়ের থান উঠিয়ে বাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

পথিমধ্যে হযরত উমর এবং হযরত আবু উবায়দা (রা.)'র সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তারা বলেন, হে রসূলুল্লাহ্‌র খলীফা, কোথায় যাচ্ছেন? উত্তরে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, বাজারে যাচ্ছি। তখন তারা বলেন, আপনি হলেন মুসলমানদের শাসক! আপনি চলুন, আমরা আপনার জন্য একটি ভাতানির্ধারণ করে দিই। অর্থাৎ ফিরে চলুন; আমরা ভাতা নির্ধারণ করে দিব, ব্যবসা করার কোন প্রয়োজন নেই।

(সিয়ারুস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭৭)

আল্লামা ইবনে সা'দ ভাতার ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি দুটি চাদর পেতেন আর সেগুলো পুরাতন হলে তা ফিরিয়ে দিয়ে অন্য দুটি নিতেন। সফরের সময় বাহন এবং খিলাফতের পূর্বে যে খরচ ছিল সে অনুসারেই নিজের এবং পরিবারের জন্য ব্যয়ভার গ্রহণ করতেন।

(সিয়ারুস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮২)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "হযরত আবু বকর (রা.) সমগ্র ইসলামী বিশ্বের অধিপতি ছিলেন, কিন্তু তিনি কী পেতেন? তিনি জনগণের অর্থের রক্ষক ছিলেন, কিন্তু এই অর্থের ওপর তাঁর কোন অধিকার ছিল না। নিঃসন্দেহে হযরত আবু বকর (রা.) অনেক বড় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন; কিন্তু তাঁর যেহেতু এমন অভ্যাস ছিল যে, তাঁর হাতে অর্থ আসতেই তিনি তা আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় উৎসর্গ করতেন, তাই মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর তিনি যখন খলীফা হন তখন তাঁর কাছে নগদ অর্থ ছিল না। খিলাফতের (আসনে সমাসীন হওয়ার) দ্বিতীয় দিনই তিনি বিক্রির উদ্দেশ্যে কাপড়ের পুঁটলি কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। পথে হযরত উমর (রা.)'র সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন, আপনি এটি কী করছেন? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, আমাকে তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে; কাপড় না বেচলে খাবো কী? একথা শুনে হযরত উমর (রা.) বলেন, এটি তো হতে পারে না। আপনি যদি কাপড় বেচতে থাকেন তাহলে খিলাফতের দায়িত্ব কে সামলাবে? হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে বলেন, আমি যদি এ কাজ না করি তাহলে আমার সংসার কীভাবে চলবে? তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, আপনি বায়তুল মাল থেকে সম্মানী ভাতা গ্রহণ করুন।

উত্তরে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি তো এটি মেনে নিতে পারি না, বায়তুল মালে আমার কী অধিকার আছে? হযরত উমর (রা.) বলেন, যখন পবিত্র কুরআন এই অনুমতি দিয়েছে যে, ধর্মের সেবায় নিয়োজিত লোকদের জন্যও বায়তুল মালের অর্থ ব্যয় হতে পারে, তাহলে আপনি এই অর্থ কেন গ্রহণ করতে পারবেন না?

অতএব এরপর বায়তুল মাল থেকে তাঁর জন্য ভাতা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে সেই ভাতা কেবল সে পরিমান ছিল যে, তা দিয়ে অন্ন-বস্ত্রে র সংস্থান হওয়া সম্ভব হতো।

(তফসীর কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ; ৪৬৮)

ইবনে আবি মুলায়কা বর্ণ না করেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র হাত থেকে লাগাম পড়ে গেলে তিনি (রা.) তাঁর উটনীকে বসিয়ে সেই লাগাম নিজেই তুলে নিতেন। তাঁকে বলা হয়, আপনার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আপনি আমাদেরকে আদেশ দেন নি কেন? একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমার প্রিয় মুহাম্মদ (সা.) আমাকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমি যেন মানুষের কাছে কোন কিছু না চাই।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯২)

এবিষয়ে তিনি (রা.) এতটা সাবধানতা অবলম্বন করতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) একদা মসজিদে কিছু লোকের কথার শব্দ শুনতে পান। (তারা বলছিল,) আবু বকর আমাদের ওপর কিইবা শ্রেষ্ঠত্ব রাখে? তিনি যেমন পুণ্যের কাজ করেন অনুরূপ পুণ্যকর্ম আমরাও করি। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, হে লোক সকল! আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব তার নামায ও রোযার কারণে হয় নি, বরং (তার শ্রেষ্ঠত্ব) সেই পুণ্যের কারণে যা তার হৃদয়ে রয়েছে।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৯, পৃ: ৭৬৫)

অর্থাৎ তাঁর হৃদয়ে যে পুণ্য রয়েছে এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি রয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লার যে ভয় ও ভীতি রয়েছে- তা এমন মানের যা তাঁকে তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছে। এগুলো কেবল হৃদয়েই নেই, বরং এ অনুসারে তিনি কাজও করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)'র মর্যাদা এভাবে তুলে ধরেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা এখানে বলেছেন, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ইবাদত করতে থাক যতক্ষণ না তুমি দৃঢ় বিশ্বাসের স্তরে উপনীত হও আর সকল

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola (Murshidabad)**

প্রতিবন্ধকতা ও অন্ধকারের পর্দা দূর হয়ে এই উপলব্ধি জন্মে যে, এখন আমি সেই সত্তা নই যা পূর্বে ছিলাম; বরং এখন তো নতুন দেশ, নতুন ভূমি, নতুন আকাশ আর আমিও নতুন কোনো সৃষ্টি। এই দ্বিতীয় জীবনকেই সূফীরা 'বাক্বা' নামে অভিহিত করেন। মানুষ যখন এই পর্যায়ে উপনীত হয় তখন তার মাঝে আল্লাহ্ তা'লার রূহ ফুৎকার হয়। তার প্রতি ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়। এই হলো সেই রহস্য যার ভিত্তিতে মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সম্পর্কে বলেছিলেন যে, যদি কেউ পৃথিবীতে বিচরণশীল লাশ দেখতে চায়, তাহলে সে যেন (হযরত) আবু বকর (রা.)-কে দেখে। হযরত আবু বকর (রা.)'র মর্যাদা তাঁর বাহ্যিক কাজকর্মের কারণেই নয়,বরং সে বিষয়ের কারণে যা তাঁর (রা.) হৃদয়ে বিরাজমান। "

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৮)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, একদা তারা মহানবী (সা.)-এর সাথে কোনো এক সফরে বের হন এবং যাত্রাবিরতির পর তারা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে যান। সবাই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সাথে (যুক্ত হন)। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে তাঁবু গাড়ি। আমাদের সাথে এক গ্রাম্য বেদুঈনও ছিল। আমরা যে বেদুইনের ঘরে অবস্থান করি তাদের এক মহিলা সন্তানসম্ভবা ছিল। সেই বেদুঈন উক্ত মহিলাকে বলে, তুমি কি চাও যে তোমার ঘরে পুত্রসন্তান হোক? তুমি যদি আমাকে একটি ছাগল দাও তাহলে তোমার ঘরে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে। সেই মহিলা তাকে একটি ছাগল দিয়ে দেয়। সেই বেদুঈন ছন্দ মিলিয়ে কয়েকটি পংক্তি পাঠ করে। [মহিলার সামনে নিজের কোনো মন্ত্র পাঠ করে]। এরপর সে (বেদুঈন) তার ছাগল জবাই করে। (রান্না শেষে) মানুষ যখন আহারে বসে তখন এক ব্যক্তি বলে, আপনাদের জানা আছে কি, এই ছাগল কিভাবে লাভ হয়েছে? এরপর সে পুরো বৃত্তান্ত সবার সম্মুখে তুলে ধরতে গিয়ে বলে যে সে উক্ত মহিলার কাছ থেকে একথা বলে ছাগল নিয়েছিল যে, আমি দোয়া করলে তোমার গর্ভে পুত্রসন্তান হবে।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) সেখানের লোকদের সাথে একত্রে বসে খাবার খাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি চরম অসন্তুষ্টি প্র কাশ করেন এবং নিজ গলার ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে সেই খাবার বের করে দেন, অর্থাৎ বমি করে এমন খাবার বের করে দেন।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৯-২০, হাদীস নম্বর-১১৪২০)

অর্থাৎ যে খাবার শির্ কের ভিত্তিতে প্র স্তুত হয়েছে আমি তা গলধঃকরণ করতে পারি না।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র একটি কৃতদাস ছিল। সে তাঁকে (রা.) উপার্জন করে এনে দিতো এবং হযরত আবু বকর (রা.) তার উপার্জন থেকে খেতেন। একদিন সে কোনো একটি জিনিস আনে এবং হযরত আবু বকর (রা.) সেটি খেয়ে নেন। কৃতদাস বলল, আপনি কি জানেন এই খাবারের উৎস কী? হযরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, কী? সে বলল, আমি অজ্ঞতার যুগে এক ব্যক্তির জন্য গণক হিসেবে কাজ করি । আমি তাকে প্রতারিত করেছি, কেননা গণনাবিদ্যা আমার ভালোভাবে রপ্ত ছিল না। তার সাথে সাক্ষাৎ হলে সে আমাকে প্রতিদানস্বরূপ কিছু দেয়। অতএব, এটি সেই উপার্জন যেটি আপনি খেয়েছেন। [উপঢৌকন নিয়ে এসেছিল অথবা কখনো কখনো কিছু রান্না করে আনতো।] একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) নিজ হাত গলায় ঢুকিয়ে পেটে যা কিছু ছিল তার সবটা বমি করে ফেলে দেন।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার, হাদীস-৩৮৪২)

এবং বলেন, আমার পক্ষে এমন হারাম খাবার খাওয়া সম্ভব না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশতঃ নিজ কাপড় হেঁচড়ে চলে, আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামতের দিন তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি দেবেন না। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, (হে আল্লাহ্র রসূল!) আমি বিশেষ মনোযোগ না দিলে আমার কাপড়ের এক প্রান্ত ঢিলা থাকে। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি তো অহংকারবশতঃ এমনটি কর না।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৬৬৫)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

"একবার আঁ হযরত (সা.) বলেন, যাদের লুঙ্গি (অহংকারের কারণে) নিচের দিকে ঝুলতে থাকে তারা জাহান্নামে যাবে। হযরত আবু বকর (রা.) একথা শুনে কেঁদে ফেলেন, কেননা তাঁর লুঙ্গিও এমনই ছিল। মহানবী (সা.) (সান্ত্বনা দিয়ে) বলেন, তুমি তাদের মাঝে নও। মোটকথা নিয়্যত এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব রাখে, আর বিষয় প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদার নিরিখে দেখতে হবে।" (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৫)

অতঃপর মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য, অনুবর্তিতা, রসূলপ্রেম এবং রসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য আত্মাভিমান প্রদর্শনের উল্লেখ (সম্বলিত হাদীস) রয়েছে। একদিন হযরত আয়েশা (রা.) বাড়িতে মহানবী (সা.)-এর সাথে উচ্চস্বরে কথা বলছিলেন, ইত্যবসরে তার পিতা অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) ঘরে আসেন। এ অবস্থা দেখে তিনি সহ্য করতে পারলেন না এবং নিজ কন্যাকে একথা বলে প্রহারে উদ্যত হলেন যে, তুমি আল্লাহ্র রসূল (সা.)-এর সামনে এভাবে কেন কথা বলছ!? মহানবী (সা.) এ অবস্থা দেখতেই পিতা ও কন্যার মাঝে এসে বাধা হয়ে দাঁড়ান এবং আবু বকরের সম্ভাব্য শাস্তির হাত থেকে হযরত আয়েশা (রা.)-কে রক্ষা করেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন চলে গেলেন তখন মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)'র সাথে রসিকতা করে বলেন, দেখলে তো! আজ আমি তোমাকে তোমার পিতার হাত থেকে কীভাবে বাঁচিয়েছি? কিছুদিন পর হযরত আবু বকর (রা.) পুনরায় আসেন যখন কিনা মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.) হাসিমুখে কথা বলছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, তোমরা তোমাদের ঝগড়ায় তো আমাকে শরীক করেছিলে, এখন আনন্দেরও অংশীদার করো। এতে মহানবী (সা.) বলেন, আমরা শরীক করে নিলাম।

(সুনাব আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, হাদীস-৪৯৯৯)

হযরত উকবা বিন হারেস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি দেখলাম হযরত আবু বকর (রা.) হযরত হাসান-কে কোলে নিয়ে বলছিলেন, আমার পিতা তোমার জন্য নিবেদিত। এ তো নবী (সা.)-এর চেহারা ও অবয়ব, আলীর চেহারা ও অবয়ব নয়! একথা শুনে হযরত আলী (রা.) হাসছিলেন।

(বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৭৫০)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র কন্যা হযরত হাফসা যখন (নিজ স্বামী) হযরত খুনায়েস বিন হুযাফা সাহমী'র মৃত্যুতে বিধবা হয়ে যান। তিনি (অর্থাৎ হযরত খুনায়েস বিন হুযাফা) মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন আর মদীনায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সে অবস্থায় হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বলতেন, আমি উসমান বিন আফফান (রা.)'র সাথে সাক্ষাৎ করে তার নিকট হযরত হাফসা'র বিষয়ে বলি, আপনি পছন্দ করলে হাফসাকে আপনার কাছে বিয়ে দিতে চাই। তিনি (রা.) বলেন, আমি এ বিষয়ে ভেবে দেখব। অতঃপর আমি কয়েক দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করি। তারপর হযরত উসমান (রা.) বললেন, আমার নিকট এ মুহূর্তে বিয়ে করাকে সমীচীন বলে মনে হচ্ছে না। হযরত উমর (রা.) বলেন, এরপর আমি তখন হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে সাক্ষাৎ করি এবং বলি, আপনি যদি চান তাহলে আমি হাফসা'র বিয়ে আপনার সাথে করিয়ে দিই। তখন হযরত আবু বকর (রা.) চুপ হয়ে গেলেন এবং আমাকে কোনো উত্তর দিলেন না। হযরত উমর (রা.) বলেন, উসমানের তুলনায় আমি আবু বকরের কারেণ বেশি মর্মাহত হই। এরপর আমি কয়েক রাত অপেক্ষা করতে থাকি। অতঃপর মহানবী (সা.) হাফসাকে বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করেন এবং আমি তাঁর (সা.) কাছে হাফসাকে বিবাহ দিই। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, সম্ভবত আপনি আমার প্র তি অসন্ত ষ্ট হয়েছেন, কেননা আপনি যখন আমার কাছে হাফসার কথা বলেছিলেন তখন আমি কোনো উত্তর দিই নি? আমি বলি, হ্যাঁ, বিষয়টি এমনই। তখন তিনি (রা.) বলেন, আসলে আপনি যে বিষয়টি উপস্থাপন করেছিলেন সে বিষয়ে আপনাকে কোনো উত্তর দিতে যে বিষয়টি বাধা দিয়েছিল তা হলো, আমি জানতে পেরেছিলাম যে, মহানবী (সা.) হাফসাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করেছিলেন, আর আমি মহানবী (সা.)-এর ইচ্ছার কথা প্র কাশ করতে চাইছিলাম না; অর্থাৎ আপনাকে বলতে চাচ্ছিলামনা যে, মহানবী (সা.) তাকে বিয়ে করতে চান। একারণে আমি চুপ হয়ে গিয়েছিলাম বা অস্বীকৃতি জানিয়েছিলাম। এরপর তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যদি তার সাথে বিবাহের ইচ্ছা পরিত্যাগ করতেন তাহলে আমি অবশ্যই আপনার পক্ষ থেকে দেওয়া আপনার মেয়ের সাথে বিয়ের প্রস্তাবে সম্মত হতাম।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪০০৫)

হযরত আবু বকর (রা.)-কে হযরত আলী (রা.)'র পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রকাশ করা সম্পর্কে লিখা আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি সেসব লোকের মাঝে দণ্ডায়মান ছিলাম যারা হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করছিলেন এমতাবস্থায় যে, হযরত উমর (রা.)-কে খাটিয়ায় রাখা হয়েছিল। আর ঐ সময়ই আমি দেখতে পাই এক ব্যক্তি পেছন দিক থেকে এসে তার কনুই আমার কাঁধের ওপর রাখলেন আর বলতে লাগলেন, আল্লাহ্আপনার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। আমি তো আশা করতাম আল্লাহ্ তা'লা আপনাকেও আমাদের দুই

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর (২০১৩)

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনার কমিউনিটি কি দ্রুত প্রসারলাভ কারী?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন, আমরা একটি ব্যবস্থিত ও দ্রুত প্রসারলাভকারী কমিউনিটি। একক নেতৃত্ব, একটি ব্যানার, একটি স্লোগানের অধীনে জামাত আহমদীয়া এমন একমাত্র কমিউনিটি যার সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, বর্তমানে বিশ্বে সব চেয়ে দ্রুত প্রসারলাভকারী কমিউনিটি।

* একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন, আমরা মুসলিম বিশ্বে প্রকাশ্যে নিজেদেরকে তুলে ধরতে পরি না। আরবরা আমাদেরকে পছন্দ করে না। আমরা তাদের জিহাদের ব্যখ্যার বিরোধী। জিহাদ সম্পর্কে তাদের অবধারণা সম্পর্কে আমরা দ্বিমত পোষণ করি। প্রকৃত জিহাদ যেটিকে সর্বোৎকৃষ্ট জিহাদ বলা যেতে পারে, সেটি হল নিজেকে সংশোধন করা। অর্থাৎ,আত্ম সংশোধন করা। এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, শান্তি ও সন্ধির শিক্ষাকে প্রত্যেকের কাছে পোঁছে দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামের বাণী সকলের কাছে পোঁছে দেওয়া।

তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা'লা সেই সময় তরবারীর যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেছেন যখন শত্রুরা তোমাদের উপর আক্রমণ করে, তোমাদেরকে নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করে এবং নিজেদের আত্মরক্ষা করতে বাধ্য করা হয় । হুযুর আনোয়ার বলেন, বর্তমানে ইসলামের বাণী প্রচারকে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর কোন দেশ কোন মুসলমান দেশের বিরুদ্ধে এই প্রকারের যুদ্ধ করছে না। ধর্মের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ করা হচ্ছে না। সারা পৃথিবীতে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন অস্ত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে না।

বর্তমানে সামরিক অস্ত্রের পরিবর্তে ইসলামের বিরুদ্ধে লিটেরেচারের মাধ্যমে ষড়যন্ত্র রচনা করা হচ্ছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। তাই এর উত্তরও লিটেরেচারের মাধ্যমে ও মিডিয়ার মাধ্যমে দেওয়া উচিত। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন। তিনি (আঃ) বলেন যে এটি কলমের জিহাদের যুগ।

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আমাদের এই প্রদেশ থেকেও এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও অন্যান্য এলাকা থেকে মুসলমান যুবকরা ISIS -এ যোগদান করার জন্য সিরিয়া ও অনুরূপ দেশগুলিতে পাড়ি দিচ্ছে? এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: বর্তমানে মুসলমানরা যেভাবে একে অপরকে হত্যা করছে এবং একে অপরের মুন্ডচ্ছেদ করার প্রতিযোগীতায় মেতেছে, অনুরূপে বিগত শতাব্দীগুলিতে খ্রীষ্টানরাও নিজেদের মধ্যে একে অন্য ফিরকাকে হত্যা করেছিল এবং তাদের নিজেদের মধ্যে একের পর এক যুদ্ধ হতে থাকত।

হুযুর বলেন, আমি এটি বুঝে উঠতে পারি না যে, আজ একে অপরকে হত্যাকারী, গণসংহারের কারিগরের এই সব মুসলমানরা কিভাবে নিজেদের এই অত্যাচারপূর্ণ কর্মকে ইসলামী শিক্ষার অনুরূপ আখ্যা দিয়ে বৈধ বলে গণ্য করে। তাদের এই অপকর্মের সঙ্গে ইসলামের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই।

আঁ হযরত (সাঃ) বলেছিলেন, যে ব্যক্তি কলেমা তৈয়্যবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুরুর রসুলুল্লাহ'পাঠ করবে সে মুসলমান। তোমরা তার বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করবে না। এই সমস্ত মুসলমানেরা পরস্পর নিজেদের বিরুদ্ধেই লড়াই করছে, এটি আঁ হযরত (সাঃ) এর শিক্ষার পরিপন্থী।

হুযুর আনোয়ার বলেন, একজন সত্য ও প্রকৃত আহমদী এমন জিহাদ সম্পর্কে ধারণাও করতে পারে না। একজন আহমদীর নিকট আত্ম-সংশোধন, নিজের কু-প্রবৃত্তির দমন এবং ইসলামের প্রকৃত বাণী ও শিক্ষাকে পৃথিবীর কাছে পোঁছে দেওয়াই হল প্রকৃত জিহাদ।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইউরোপ থেকে এই যে সমস্ত লোকেরা আইসিস-এ গিয়ে যোগ দিচ্ছে তারা আসলে পরিস্থিতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ২০০৮ সালে আর্থিক সংকট এসেছিল। কোটি কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। এই আর্থিক সংকটের পর সন্ত্রাসী কার্যকলাপে বৃদ্ধি এসেছে। সন্ত্রাসী সংগঠন গুলি এর সুযোগ নিয়েছে এবং কর্মহীন ও বেকার যুবকদের ব্রেন ওয়াশ করেছে। যে সমস্ত বেকার যুবকরা আর্থিক সংকটে ভুগছিল তাদেরকে অর্থের প্রলোভন দেখানো হয়েছে। তাদেরকে বলা হয় যে তোমাদের সরকার তোমাদের সাথে অন্যায় করছে। এই ভাবে তাদেরকে প্ররোচনা দেওয়া হয়।

হুযুর বলেন, যুক্তরাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি অবহিত। সেখানে শরণার্থীরা অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। ব্রিটেনের স্থানীয় নাগরিকদের চাইতে বেশি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। তাই যদি কোন যুদ্ধ করতে হত তবে তারা ব্রিটিশ মুসলমানদের বিরুদ্ধে করত, কেননা তারা কর্মহীন হলেও ব্রিটিশ মুসলমানরা সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে চলেছে। কিন্তু এখানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিছু সংখ্যক অভিবাসী যুবক উগ্রবাদী সংগঠনে যোগ দিচ্ছে।

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, একজন মুসলমান হিসেবে আপনার উপর কি সন্ত্রাসী গতিবিধির কোন প্রভাব পড়ে? কেননা মুসলমানদের উপরই সন্ত্রাসের অভিযোগ আসে।

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা তো উভয় সংকটে রয়েছি। একদিকে মুসলমান আমাদের বিরুদ্ধে, অপরদিকে যারা ইসলাম বিরোধী, তারাও আমাদের বিরুদ্ধে। ইসলাম বিরোধীরা অজ্ঞতা বশতঃ আমাদেরকে অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে জুড়ে দেয়। তারা পার্থক্যটি বুঝতে পারে না।

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, এই পরিস্থিতিতে ইসলামকে রক্ষা করা আপনার কাছে কি খুব দুরূহ বলে মনে হয়? হুযুর বলেন, আমরা চেষ্টা করি এবং বিভিন্ন উপায় ও অনুষ্ঠানের মাধম্যে নিজেদের বার্তা পোঁছে দিচ্ছি। আমরা লোকদের আমাদের লিটেরেচার ও ব্রাওশার পড়তে দিলে তারা আমাদের কথা শুনে এবং সেগুলি পড়ে। ক্রমে ক্রমে মানুষদের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে এবং মানুষ এটি উপলব্ধি করছে যে আমরা অন্যান্য মুসলমানদের চাইতে ভিন্ন, যারা শান্তির বার্তা দেয়। যদিও কাজটি কঠিন, কিন্তু একদিন ইনশাল্লাহ আমার তাদের মন জয় করব।

*একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, সন্ত্রাসবাদের বিপদ সম্পর্কে দেশের সরকারকে কি প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন, লক্ষ্য রাখতে হবে। যারা সন্ত্রাসের দিকে যাচ্ছে তাদের পরিবারের উপরও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের আচরণ ও চাল-চলনের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। এবং এটাও দেখতে হবে যে, তাদের পরিবারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আছে কি না।

এখন এমন পরিস্থিতিও সামনে আসছে যে,এই সব সন্ত্রাসী সংগঠনগুলি তাদের সঙ্গে যোগদানে ইচছুক এই সব ইউরোপীয়ান মানুষদেরকে বলে যে, তোমরা নিজেদের দেশেই অবস্থ ান কর। করণীয় বিষয় সম্পর্কে আমরা তোমাদেরকে গাইড করব। বোমা কিভাবে বানাতে হয়, আক্রমণ কিভাবে করতে হয়, সাইবার আক্রমণ কিভাবে হানতে হয় , সব কিছু আমরা বলে দিব। তারা কম্পিউটারের মাধ্যমে নিত্য-নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। সাইবার আক্রমণের মাধ্যমে অর্থনীতির বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে।

* সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন, এখন রাশিয়া, সিরিয়া সরকারের সাহায্য করছে এবং বিমান আক্রমণও করেছে। রাশিয়ার বক্তব্য তারা সরকার বিরোধী সংগঠন আইসিস ও দাঈশের উপর আক্রমণ করছে। এখন স্থল সেনা পাঠানোর সম্ভাবনাও রয়েছে। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করতে চাই না। এই অঞ্চলের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত আছে। সম্প্রতি ফ্রান্সে একটি বৈঠক হয়েছে। সেখানে ইউরোপিয়ান দেশের প্রতিনিধিবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আলোচনা হয়েছে যে, সিরিয়ার রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করে সেখান পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে হবে। তাই সিরিয়াকে নিয়ে এই সব দেশগুলির নীতিতে বদল এসেছে। এখন তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আশঙ্কা বেড়ে চলেছে। কেবল আইসিস ও দাঈশের মধ্যেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ নেই, বরং গোটা বিশ্বে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মহা শক্তিগুলির পৃথক পৃথক বলয় তৈরী হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি কয়েক বছর ধরে সতর্ক করে আসছি যে শীত যুদ্ধের পর সমস্ত কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেছে এমনটি ভেবো না। কিছুই স্বাভাবিক হয় নি। পরিস্থিতি যে দিকে ধাবিত হচ্ছে, যে কোন সময় বিশ্ব যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটতে পারে।

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, সিরিয়া থেকে এখানে শরণার্থীরা আসছে এবং খ্রীষ্টানরা এদের সাহায্য করছে।

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন, খ্রীষ্টানরা সহমর্মিতা প্রদর্শন করছে, তারা অবশ্যই করুক। এটি তো খুবই উত্তম। যদি প্রকৃতই শরণার্থী হয় তবে অবশ্যই সাহায্য করা দরকার। কিন্তু এর সঙ্গে সন্ত্রাসবাদে আশঙ্কাও রয়েছে। আইসিসের একজন প্রতিনিধি বলেছে, আগত প্রত্যেক পঞ্চাশ ব্যক্তির মধ্যে একজন আইসিস সদস্য। এভাবে আপনারা কতজন আইসিস সদস্য সংগ্রহ করবেন। এটি আমাদের জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি। এর প্রতিক্রিয়ায় সাংবাদিক বলেন, এর অর্থ হল এমন অনেক মানুষ এসেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, শরণার্থীদের একটি স্থানে থাকার ব্যবস্থা করুন যাতে তাদের উপর

নজর রাখা যায়। তাদের যাবতীয় প্রয়োজনীয়তা, বাসস্থান, খাদ্য সংস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখুন, কিন্তু এর পাশাপাশি নজরদারিও করা দরকার।

দ্বিতীয়তঃ সিরিয়ার অবস্থার উন্নতি ঘটানোও দরকার, যাতে এরা পুণরায় দেশে ফিরে যাতে পারে। এর পর সেখানে গিয়ে তাদের সাহায্য করুন। তাদের পুনর্বাসন এবং স্বনির্ভর গড়ে তুলতে তাদের সাহায্য করুন।

হুযুর বলেন, দেখনু, জাপান বলেছে তারা যেখানেই থাকুক না কেন সিরিয়ার মানুষদের সাহায্য করবে। কিন্তু তাদেরকে জাপানে থাকতে দিবে না। জাপান তাদের সহায়তার জন্য অর্থ সরবরাহ করছে।

হুযুর বলেন, সৌদি আরব, উপসাগরীয় এবং এই অঞ্চলের মুসলমান দেশগুলি সিরিয়ার প্রতিবেশী দেশ। আর এরা সম্পদশালী দেশও বটে। সিরিয়াকে সাহয্য করা সাহায্য করা এদেরই কাজ। শরণার্থীদের পুনর্বাসনে সাহায্য করা এদের কর্ত্তব্য।

* সাংবাদিক একটি প্রশ্ন করেন যে, আগামী কাল আপনি পার্লামেন্টে যাবেন। কালকের জন্য আপনার বার্তা কি?

এর উত্তরে হুযুর বলেন, এতক্ষণ যা কিছু বললাম সেটাই আমার বার্তা। ইসলামের সত্য ও সঠিক শিক্ষার বার্তা। শান্তির বার্ত। এখানকার কিছু রাজনীতিবিদ বলেন, ইসলাম হল উগ্রবাদের ধর্ম। আমি সে সম্পর্কে বলব যে, কুরান করীমের শিক্ষা কি । এ সম্পর্কে কুরানে কিছু আয়াতের উদ্ধৃতিও দিতে পারি।

* W.Gieret Gilder প্রসঙ্গে সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, এই চ্যানেল কি ইসলামের বিরুদ্ধে বলে? এর কথায় আপনি কি ভীত-সন্ত্রস্ত হন। এর উত্তরে হুযুর বলেন, আমরা একদম ভীত-সন্ত্রস্ত নই। প্রত্যেকের বাক-স্বাধীনতা আছে। কিন্তু আমি যা কিছু বলি, যা আমার ধর্ম-বিশ্বাস সেটি সে আমার চাইতে ভাল বুঝবে, এমনটি মনে করার কারোর অধিকার নেই। এটি অনুচিত। হুযুর আনোয়ার বলেন, আরবী ভাষা নিজের মধ্যে ব্যাপক গভীরতা রাখে। কুরান করীমের বিভিন্ন আয়াতের একাধিক অর্থ আছে যা কেবল আরবী ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরাই বুঝতে পারে। অন্যরা এর অর্থ বুঝতে পারে না। আমি আরবী ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং কুরানের জ্ঞান রাখি। জানি না গিল্ডার চ্যানেল কুরান করীম পড়েছে কি না। আর যাইহোক আরবী ভাষায় নিশ্চয় পড়ে নি।

Reuters এর একজন সাংবাদিক ক্যাথারিন সাহেবা যিনি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে এই নিউজ এজেন্সির প্রতিনিধি হয়ে কাজ করেছেন, তিনি প্রশ্ন করেন যে পাকিস্তানে তো আমরা আপনাদের জামাতের প্রতি হওয়া নিপীড়নের সংবাদ প্রকাশ করে থাকি, কিন্তু আপনার জামাতকে এখানে যুক্তরাজ্যেও কোনও প্রকার জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়?

এর উত্তরে হুজুর বলেন, যুক্তরাজ্যে আমরা কোন সমস্যার সম্মুখীন হই না। এই কারণেই তো আমি এখানে রয়েছি। যদি এখানেও সমস্যা হত তবে আমি এখানে থাকতাম না। এদেশে সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু যেহেতু আপনি পাকিস্তানে কাজ করেন এবং সেখানে থেকেছেনও, সুতরাং নিশ্চয় জেনে গেছেন যে সেখানে কিছু কালো আইনের বর্ম বানিয়ে যে কেউ তরবারী দিয়ে যে কোনও ব্যক্তির হত্যা করতে পারে। কিন্তু এরকম পরিস্থিতি এখানে নেই এবং আমার প্রার্থনা এই যে এমন পরিস্থিতি কখনো যেন তৈরী না হয়।

* এর পর Television Ben এর প্রতিনিধি নিজের পরিচয় করিয়ে বলেন যে, আমাদের টি.ভি চ্যানেল ইউরোপ ও আফ্রিকা সমেত মোট তিন কোটি মানুষের কাছে পোঁছায়। আমরা সাধারণত আফ্রিকা অঞ্চল ও আফ্রিকা সম্পর্কিত সম্প্রদায়ের বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ করি।

মহাশয়া বলেন যে, সর্বপ্রথম আমি আজকের আমন্ত্রনের জন্য খলীফাতুল মসীহকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই। আমি নিজের টেবিলে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিবর্গকে বলছিলাম যে, আজকের অনুষ্ঠান দৃষ্টি উন্মোচনকারী ছিল। বিভিন্ন পৃষ্ঠভূমির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিরা এখানে একত্রিত হয়েছেন। খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য হল এবং আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানা ও শোনার সুযোগ হল। অন্যান্য ধর্মের লোক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত লোকেদেরকে এই অনুষ্ঠানে সামিল করার জন্যও আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। নিঃসন্দেহে এটি একটি অসাধারণ পদক্ষেপ।

এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের পর মহাশয়া প্রশ্ন করেন যে, আপনাদের পক্ষ থেকে দেওয়া শান্তির বার্তার প্রসারের জন্য মিডিয়া কি ভুমিকা পালন করতে পারে?

এর উত্তরে হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আপনি এখানে এসেছেন এবং আমার বক্তব্য শুনেছেন। আপনি আমার বক্তব্যের একটি প্রতিলিপি বা রিকার্ডিং নিতে পারেন। এখন আমি এই দায়িত্ব কেবল প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী লোকেদের উপরই ন্যস্ত করি নি বরং এই দায়িত্ব আমি সর্বসাধারণের উপরও ন্যস্ত করেছি। অপরপক্ষে মিডিয়ার প্রতিনিধি হওয়ার সুবাদে আপনাদের উপর এই বার্তাকে প্রচার করার দায়িত্ব এসে পড়ে যে, বর্তমান পরিস্থিতে পৃথিবীতে শান্তির একান্ত প্রয়োজন।

হুজুর আনোয়ার বলেন, এমন লোক যারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ হচ্ছে তাদের সাহয্য করার পরিবর্তে আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ হয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘর্ষ করতে হবে।

মহাশয়া বলেন যে, এই ধরণের অনুষ্ঠান প্রচারে মিডিয়ায় আরও বেশি ব্যপকতা সৃষ্টি করা কি সম্ভব?

এর উত্তরে হুজুর বলেন, যতদূর সম্ভব ছিল আমরা এই প্রোগ্রামের সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু মিডিয়ার পক্ষ থেকে খুব বেশি ভাল প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

হুজুর বলেন, যদি আপনারা নিজেদের টি.ভির মাধ্যমে আমার অনুষ্ঠানের কভারেজ দেন তবে ইনশাল্লাহ এর দ্বারা মিডিয়া আরও বেশি আকৃষ্ট হবে।

* এর পর নাইজেরিয়ান মিডিয়ার প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন যে, হুজুর আনোয়ার তাদেরকে উপদেশবাণী দিবেন যারা সিরিয়া ও বিভিন্ন দেশে গিয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছে তারা এমনটি কেন করছে?

হুজুর বলেন, আমি সর্বপ্রথম সেদেশের সরকারকে পরামর্শ দিব যে এমন যুবক যারা উগ্রবাদীতে পরিণত হচ্ছে, এখান থেকে ইরাক ও সিরিয়া রওনা দিচ্ছে তাদের জন্য চাকুরীর সংস্থান করুন এবং তাদের জন্য এখানে কাজের সুযোগ তৈরী করুন। কেননা এধরণের মানুষেরা হতাশার শিকার, অন্যদিকে মৌলুভীরা তাদেরকে বিপথে পরিচালিত করছে। অতএব এদেরকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা উচিত।

হুজুর আনোয়ার বলেন, যেরূপ আমি আমার বক্তব্যে কিছু কুরানী আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছি। এগুলি সমস্ত কুরান থেকে কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। এই সমস্ত লোকেরা যদি মুসলমান হওয়ার দরুন কুরানের শিক্ষাকে অনুধাবন করে তবে তারা কক্ষনো উগ্রবাদীতে পরিণত হবে না।

* এই সাংবাদিক আরও একটি প্রশ্ন করেন যে, আইসিসকে অর্থসরবরাহ কিভাবে রোধ করা যায়?

হুজুর বলেন, এই প্রশ্নই আমি নিজের বক্তব্যে উত্থাপন করেছি যে, এই অর্থসরবরাহকে কিভাবে রোধ করা যায়? যে সমস্ত লোকেরা আইসিসকে সমর্থন করছে তারা সকলে জানে এবং সরকারও এবিষয়ে ভালভাবে জানে। এই কারণেই আমি বলেছি যে সত্যিই যদি আপনারা এই অর্থ সরবরাহকে রোধ করতে সংকল্প বদ্ধ হন তবে আপনারা এই সব সংগঠনের উপর নিজেদের প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে কাজে লাগান।

* এর পর ঘানার জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'ঘানা ব্রডকাস্টিং কর্পরেশন' এর প্রতিনিধি ইব্রাহিম সাহেব বলেন, সর্বপ্রথম আমি হুজুর আনোয়ার এর অসাধারণ বক্তব্যের জন্য সাধুবাদ জানাই যাতে হুজুর ইসলামের প্রতিরক্ষা মূলক যুদ্ধের নিতীকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও কার্যকরী পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রকৃত ন্যায় ও সুবিচার সম্বলিত ইসলামী শিক্ষাকে তুলে ধরেছেন। আইসিস-এর নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন যে আইসিস প্রকৃত ইসলামের চিত্র তুলে ধরে না। এছাড়াও হুজুর শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে ইসলাম প্রসারের দৃষ্টি ভঙ্গিকে খন্ডন করেছেন।

এর পর মহাশয় প্রশ্ন করেন যে ,আইসিস এবং এরই মত অন্যান্য উগ্রবাদী সংগঠন যারা ইসলামের নামে জুলুম করে তাদের সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে , তারা ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে সরে আছে এবং ইচ্ছকৃত ভাবে ইসলামী শিক্ষার ছদ্মবেশ ধারণ করে আছে। কিন্তু আমাদের এই অ-মুসলিম ভাই-বোনেদের সম্পর্কে আপনার চিন্তাধারা কিরূপ যারা ইসলামের এই সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত নয়?

প্রত্যুত্তরে হুজুর বলেন, জামাত আহমদীয়ার এটাই লক্ষ্য যে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ও বাণীর প্রসার হোক। আপনাদের পূর্ব পুরুষেরা মুসলমান ছিলেন না কিন্তু তারা প্রচারের মাধ্যমেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অনুরূপভাবে আমরাও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষর প্রচার ও প্রসার করছি। আমরা ইনশাল্লাহ আমরা এই অভিযানকে অব্যাহত রাখব এবং একদিন অবশ্যই এমন আসবে যখন সারা পৃথিবী একই পতাকে তলে সমবেত হবে এবং শান্তি ও ভালবাসার কথা বলবে।

*এর পর যুক্তরাজ্যের এক মহিলা সাংবাদিক লিন্ডা বোয়ার হুজুর আনোয়ারের ভাষণের প্রসংশা করে হুজুরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

এরপর শেষের পাতায়..

কিশোররা সাধারণত ১৪ কিম্বা ১৫ বছর বয়সে পৌঁছে ক্রমশ তাদের রুচি ও আগ্রহ পাল্টে যেতে থাকে আর ধর্মীয় এবং জামাতীয় কাজকর্মের বিষয়ে অলসতা দেখাতে শুরু করে। তাদের আগ্রহ অন্য কিছুতে বাড়তে থাকে। তাই এই বয়সটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল। আতফালদের বয়স এমন যখন আপনাকে তাদেরকে কাছে রাখা উচিত। সবসময় তাদেরকে ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখুন এবং যতটা সম্ভব তাদেরকে জামাতের কাজকর্মে ব্যস্ত রাখুন।

মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া মরিশাস কার্যনির্বাহি সমিতির সদস্যদের সঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর অনলাইন সাক্ষাত

২৭শে ফেব্রুয়ারী, ২০২১ মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া মরিশাস -এর জাতীয় কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যবর্গ হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)- সঙ্গে অনলাইন সাক্ষাত করেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) ইসলামাবাদের টিলফোর্ড স্থিত নিজ অফিস ভবন থেকে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। অপরদিকে সমিতির সদস্যবর্গ দারুস সালাম মসজিদ, রোজ হিল, মরিশাস থেকে অনলাইনে যুক্ত হন।৬০ মিনিটের এই অনুষ্ঠানে সমিতির সদস্যরা স্ব স্ব বিভাগের রিপোর্ট পেশকরে ভবিষ্যতের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

মুহতামিম তরবীয়তকে সম্বোধন করে হযুর আনোয়ার যুবকদেরকে ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্টাবলীর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণকরে বলেন: যুবকদেরকে নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে বলুন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিষয়ে বলুন যা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। কুরআনের আয়াত, হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বাণীর আলোকে তাদের সামনে নামাযের গুরুত্ব তুলে ধরুন। শুধু দশ দিনের তরবীয়ত অনুষ্ঠান আয়োজন বিশেষ কোনও তারতম্য গড়ে দিবে না। কিছু দিন তারা নামায পড়বে, পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। প্রত্যেক যুবকের ব্যক্তিগতভাবে নামায সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি লাভ হওয়া উচিত। এদিক থেকে সমিতির সদস্যদেরকে আদর্শ হয়ে উঠতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজেদের আদর্শ তুলে ধরবেন লোকেরা আপনাদের নির্দেশ মানবে না।

সাক্ষাত অনুষ্ঠানে হুযুর আনোয়ার মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার দ্বিতীয় শ্রেণীটিকে ভালভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলার উপর জোর দেন। আতফালদের মুহতামিম সাহেবে তিনি সম্বোধন করে আতফালদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মানোন্নয়নের বিষয়ে নিজের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বলেন, এমন বয়সের শিশুদের জন্য আপনাকে বিশেষ কর্মসূচিত নিতে হবে। কেননা, কিশোররা সাধারণত ১৪ কিম্বা ১৫ বছর বয়সে পৌঁছে ক্রমশ তাদের রুচি ও আগ্রহ পাল্টে যেতে থাকে আর ধর্মীয় এবং জামাতীয় কাজকর্মের বিষয়ে অলসতা দেখাতে শুরু করে। তাদের আগ্রহ অন্য কিছুতে বাড়তে থাকে। তাই এই বয়সটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল। আতফালদের বয়স এমন যখন আপনাকে তাদেরকে কাছে রাখা উচিত। সবসময় তাদেরকে ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখুন এবং যতটা সম্ভব তাদেরকে জামাতের কাজকর্মে ব্যস্ত রাখুন।

এরপর মুহতামিম মাল সাহেবের কাছে হুযুর আনোয়ার জানতে চান, যে সমস্ত খুদ্দাম এখনও উপার্জনশীল নয় তাদেরকে কাছে কত চাঁদা নেন? মুহতামিম সাহেব উত্তর দেন, ছাত্র এবং উপার্জন করে না এমন খুদ্দামদের থেকে মাসিক ৭৫টাকা হিসেবে চাঁদা নেওয়া হয়। হুযুর আনোয়ার সেখানকার মুদ্রায় একটি বার্গার এবং টিনের বোতলের দাম জানতে চাইলে মুহতামিম সাহেব বলেন, বার্গার ১৫০ টাকার এবং টিনের বোতল ২৫টাকার। হুযুর বলেন, তবে মাসে ৭৫ টাকা ঠিক আছে। এমন খুদ্দাম যারা কিছুই উপার্জন করে না এবং হতখরচও বেশি পায় না, তাদের উপর যেন বেশি বোঝা না চাপে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন।

সাক্ষাত শেষে আতফালদের বিষয়ে এক সদস্য প্রশ্ন করে যার উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, যতদূর আতফালদের সম্পর্ক, সে বিষয়ে আমি মুহতামিম আতফালকে বিস্তারিত বলে দিয়েছি। ১৪ থেকে ১৫ বছরের আতফালদের উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এই বয়সটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বয়স, যখন তারা আতফাল থেকে খুদ্দামে পদার্পন করে তখন নিজেদেরকে অনেক বড় মনে করতে শুরু করে। তাই সেই কারণে্ ১২-১৩ বছরে তারা আতফাল ও খুদ্দামদের অনুষ্ঠানে পূর্ণ উদ্যমে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু বয়স ১৪ বছর হতেই তারা নিজেদেরকে জামাতীয় অনুষ্ঠানাদি থেকে দূরে সরিয়ে নিতে শুরু করে। আর ১৫ বছরে পৌঁছে নিজেদেরকে অনেক বড় মনে করতে শুরু করে। আর ১৮ বছর হতে না হতেই নিজেদের সাবালক মনে করতে শুরু করে। আর আইনও তাদেরকে এই বয়সে স্বেচ্ছামত চলার অনুমতি দেয়। এই বয়সের আতফালদের জন্য আপনাকে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে আর তাদেরকে জামাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। তাদের আগ্রহের অনুষ্ঠান প্রণয়ন করতে হবে। তাদেরকে খুদ্দামুল আহমদীয়ার ক্রীয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত রাখতে হলে বিভিন্ন পথ ও পন্থা সন্ধান করতে হবে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যে যে তারা কোন ধরণের ক্রিয়াকলাপ পছন্দ করে আর সেই অনুসারে আতফাল ও খুদ্দামদের কর্মসূচি তৈরী করুন। কেবল প্রথাগত অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থাকবেন না, বরং নিত্যনতুন অনুষ্ঠান সন্ধান করুন। আতফাল এবং খুদ্দামকে একটি প্রশ্নপত্র দিয়ে তাদের মতামত জানুন যে কিভাবে আপনারা নিজেদের কর্মসূচিকে উন্নত মানে নিয়ে যেতে পারেন। এরপর তাদের প্রস্তাবসমূহ যদি জামাতের সামর্থ এবং ঐতিহ্য বজায় রেখে বাস্তবায়নযোগ্য হয়, তবে সেই অনুসারে আপনারা নিজেদের কর্মসূচি তৈরী করতে পারেন। এইভাবে আপনারা খুদ্দাম ও আতফালদের বিরাট অংশকে জামাতের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবেন। যতবেশি খুদ্দাম ও আতফালকে জামাতের ক্রিয়াকলাপে যুক্ত করতে পারবেন ততবেশি জামাতের জন্য কল্যাণকর সম্পদ তৈরী করবেন। এভাবে তাদেরও মনে এই ধারণা সৃষ্টি হবে যে, নিশ্চয় তাদেরও কিছুটা গুরুত্ব রয়েছে যার কারণে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে কোনও ধরণের এক্টিভিটি তারা পছন্দ করে। অনুরূপভাবে ১৪-১৫ বছরের আতফালদেরও জিজ্ঞাসা করুন আর যখন তারা ১৬, ১৭, ১৮ বছর বয়সে পৌঁছয় তখন তাদেরকে পুনরায় তাদের পছন্দের এক্টিভিটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। এবিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখবেন যে খুদ্দামরা যেন অব্যমই কোনও না কোনও খেলাধূলায় ব্যস্ত থাকে। তারা কেবল অলিতে গলিতে যেন ঘুরে না বেড়ায়। আর শুধু ইন্টারনেট এবং ইন্ডোর গেমের মধ্যই সীমাবদ্ধ না থাকে। তাদেরকে অব্যশ্যই এমন কোনও খেলায় অংশগ্রহণ করা উচিত যাতে শারিরিক কসরত প্রয়োজন। ঘরের বাইরে বের হওয়া উচিত আর খেলার মাঠে যাওয়ার সময় পরিশ্রম করা উচিত। এর মধ্যে তারা ফুটবল, রাগবি, ক্রিকেট,ব্যাডমিন্টন বা টেবিল টেনিস যা খুশি খেলতে পারে। শুধু টিভি এবং ভিডিও গেম খেলেই যেন নিজেদের সময় নষ্ট না করতে থাকে।

সমিতির একজন সদস্য বলেন, স্কুল যাওয়ার কারণে জুমার নামাযে আতফাল এবং খুদ্দামদের উপস্থিতি অনেক কম থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই সমস্যা তো সর্বত্রই, তারা স্কুলে থাকলে জুমা পড়তে পারবে না। কিন্তু স্কুল ছুটি থাকাকালীন তাদের জুমা পড়া উচিত। এটি যেহেতু একটি নিত্যদিনের সমস্যা তাই চেষ্টা করুন কিছু আতফাল বা খুদ্দাম স্কুলে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, Amaipur, Birbhum

আমরা মোমেনদের সন্তানকে, যদি তারা মোমেন হয়, জান্নাতে তাদের সঙ্গে মিলিয়ে দিব, সন্তানের পদমর্যদা নিম্নতর হলেও।

আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যবান ব্যক্তিদের সন্তানদের প্রতি সদয় আচরণ করেন এবং সেই সব পুণ্যবান ব্যক্তিদেরকে কষ্ট থেকে রক্ষা করতে তাদের সন্তানদের রক্ষা করা হয় । এই কারণে আম্বিয়া ও সালেহগণের জামাতের জন্য বার বার কুরআন করীমে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে তাদের প্রতি বিশেষ আশিস বর্ষিত হবে যাতে তারা কষ্ট পেলে আম্বিয়া এবং সালেহগণ কষ্ট না পান।

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

এরপূর্বে আল্লাহ্ তা'লা বর্ণনা করেছিলেন যে, ইহুদীরা আল্লাহ্ তা'লার অবাধ্য হয়েছিল যে কারণে তার কষ্ট ভোগ করেছে। যেমনটি বলা হয়েছে- وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ অর্থাৎ তারা অত্যাচার করত, যার পরিণামে তারা কষ্ট পেয়েছে। এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যদিও ইহুদীরা ভুল করেছিল, কিন্তু তারা যদি এখনও তওবা করে তবে আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমাশীল এবং দয়ালু। এখানে ইহুদীদের জন্য বিশেষ সম্মান দেওয়া হয় নি, বরং এটি একটি সাধারণ নিয়ম।

স্পষ্টতই সন্তানের কষ্ট মাতা-পিতার উপর প্রভাব ফেলে, যেভাবে সন্তান অসুস্থ হলে পিতামাতার কষ্ট হয়, অনুরূপভাবে তারা দোযখে গেলেও মা-বাবার কষ্ট হবে। আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে বলা হয় যে, কিয়ামতের দিন বাহ্যত সাহাবী রূপে দৃশ্যমান কিছু মানুষকে দোযখে যেতে দেখে তিনি (সা.) বলবেন 'উসাইহাবী, উসাইহাবী'। (আমার সাহাবী, আমার সাহাবী) (বুখারী, কিতাবুত তফসীর)। সুতরাং এই কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা পুণ্যবান ব্যক্তিদের সন্তানদের প্রতি সদয় আচরণ করেন এবং সেই সব পুণ্যবান ব্যক্তিদেরকে কষ্ট থেকে রক্ষা করতে তাদের সন্তানদের রক্ষা করা হয় । যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'আলহাকনাবিহিম যুররিয়াতাহুম'। অর্থাৎ আমরা মোমেনদের সন্তানকে, যদি তারা মোমেন হয়, জান্নাতে তাদের সঙ্গে মিলিয়ে দিব, সন্তানের পদমর্যদা নিম্নতর হলেও। এই কারণে আম্বিয়া ও সালেহগণের জামাতের জন্য বার বার কুরআন করীমে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে তাদের প্রতি বিশেষ আশিস বর্ষিত হবে যাতে তারা কষ্ট পেলে আম্বিয়া এবং সালেহগণ কষ্ট না পান। আর যেহেতু কুরআন করীম থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক জাতির প্রতি আম্বিয়া এসেছেন, তাই সমগ্র বিশ্বই এই কৃপার অংশীদার, এটি কেবল ইহুদী জাতির বিশেষত্ব নয়।

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ

অজ্ঞতা হল জ্ঞানের বিপরীত শব্দ। এর অর্থ না জানা। অভিধানে লেখা আছে 'আল জিহালাতু জিদ্দুল ইলম'। অনুরূপভাবে লেখা আছে, 'আল জিহালাতু জিদ্দুল ইলমি ওয়াল মারিফাত'। অর্থাৎ অজ্ঞতা হল জ্ঞানের বিপরীত। আর অজ্ঞতার অর্থ জ্ঞানের অনুপস্থিতি এবং তত্ত্বদর্শিতার অভাব। এখানে জ্ঞানের অনুপস্থিতির অর্থটি প্রযোজ্য নয়। কেননা, যে অজ্ঞ তাকে শাস্তি দেওয়া যায় না। বরং এখানে অর্থ হল অন্তর্দৃষ্টি ও তত্ত্বদর্শিতার অনুপস্থিতি। অর্থাৎ জ্ঞান নামেই আছে, কিন্তু তাকওয়ার ক্ষেত্রে দুর্বলতার কারণে এই ব্যক্তি যথাসময়ে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। এমন ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। কেননা জ্ঞাত হওয়ার পর তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা না করা এক প্রকার ইচ্ছাকৃত পাপ।

বস্তুত মারেফাত বা তত্ত্বদর্শিতাই মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করে। যারা বাহ্যিক জ্ঞানকে যথেষ্ট মনে করে অবশেষে পাপে লিপ্ত হওয়া তাদের জন্য অবধারিত। অতএব, মানুষকে সবসময় মারেফাত ও খোদাভীতির ক্ষেত্রে উন্নতি করার চেষ্টা করা উচিত।

একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, অজ্ঞতা দুই প্রকারের।একটি হল স্থায়ী, যাতে আক্রান্ত ব্যক্তি খোদার পরিচয় লাভ থেকে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত থাকে পাপে লিপ্ত থেকেই সে সব থেকে আনন্দ পায়। দ্বিতীয়টি হল সাময়িক। যে সমস্ত ব্যক্তি ঈষৎ খোদার পরিচয় লাভ করেছে তারাও এতে আক্রান্ত হয়। কেননা অনেক সময় তাদের খোদার পরিচয় লাভের মান হ্রাস পায়। তখন তারা রিপুর আবেগের শিকার হয়ে পড়ে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْاِيْمَانُ فَيَصِيْرُ عَلٰى رَأْسِهٖ كَالظُّلَّةِ

অর্থাৎ ব্যাভিচারকারী যখন ব্যাভিচার করে তখন তার হৃদয়ের অবস্থা মোমেনসুলভ থাকে না, তার ঈমান হৃদয় থেকে বের হয়ে তার মাথার উপর মৌমাছির ন্যায় ঘিরে ধরে।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল ঈমান)

'ওয়া আসলাহু'- নিজের সংশোধন করা বা অপরের সংশোধন করা-দুটি অর্থই হতে পারে। এখানে বলা হয়েছে যে, পাপের পর মানুষকে কেবল আন্তরিক তওবা করাই উচিত নয়, বরং যে যে কারণে পাপ সম্পাদিত হয়েছিল সেই কারণগুলিও দূর করা উচিত। যাতে ভবিষ্যতে পাপ সংঘটিত না হতে পারে। এবং 'অপরের সংশোধন' বলতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে অপরের সংশোধন করা উচিত যাতে সে যাদেরকে হিদায়াতের দিকে টেনে এনেছে তাদের পুণ্যের শরিক হতে পারে এবং পূর্বের পাপের কারণে পুণ্যকর্মের যে ঘাটতি থেকে যায় তা পূরণ করা সম্ভব হয়।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৬৭)

****

খুতবার শেষাংশ.....

বন্ধুর সাথেই সমাহিত করবেন। কেননা, আমি মহানবী (সা.)-কে একথা বহুবার বলতে শুনেছি যে, আমি, আবু বকর ও উমর অমুক জায়গায় ছিলাম; আমি, আবু বকর ও উমর এটি করেছি; আমি, আবু বকর ও উমর (সেখান থেকে) চলে যাই। এজন্য আমি এরূপ আশা পোষণ করতাম যে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাকেও এঁদের দু'জনের সাথেই রাখবেন। (বর্ণনাকারী বলেন) আর আমি পেছন ফিরে দেখি, তিনি ছিলেন হযরত আলী বিন আবি তালেব (রা.)।

(বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৬৭৭)

এই স্মৃতিচারণ ইনশা'আল্লাহ্ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

****

১০ পাতার শেষাংশ.....

একত্রিত হয়ে জুমা পড়তে পারলে পড়ুক, যদি এর অনুমতি থাকে। কিম্বা স্কুলে যোগাযোগ করে জানুন যে তারা সেই সব আতফাল ও খুদ্দামদেরকে নিকটস্থ মসজিদে গিয়ে জুমা পড়তে কিছু সময়ের জন্য অব্যহতি দিতে পারে কি না? পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখুন যে আপনি তাদেরকে স্কুল থেকে নিয়ে আসার এবং স্কুলে রেখে আসার জন্য কি ব্যবস্থা করতে পারেন? কিম্বা দেখুন স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি জুমা পড়ার জন্য ১২টার পর ছুটি দিয়ে দিতে সম্মত হয় কি না। আর স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি জুমার দিন অর্ধেক ছুটি করতে সম্মত হয়, সেক্ষেত্রে মাতাপিতার কর্তব্য হল বাচ্চাদেরকে স্কুল থেকে নিয়ে আসা এবং যথাসময়ে জুমা পড়ার ব্যবস্থা করা। সর্বপ্রথম স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলুন। আর অবশ্যই মাতাপিতাদেরকেও এর সঙ্গে যুক্ত করবেন। স্কুল কর্তৃপক্ষ আপনাদের প্রশ্ন করতে পারে যে বাচ্চাদের অর্ধেক ছুটির আবেদন আপনারা কিভাবে জানাতে পারেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের অভিভাবক আপনাদের সঙ্গ না দেয়? তাই এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায় সে বিষয়ে জামাতের তরবীয়ত সেক্রেটারী, লাজনাদের তরবীয়ত সেক্রেটারী, মুহতামিম তরবীয়ত এবং মুহতামিম আতফালকে সঙ্গে নিয়ে প্রোগ্রাম তৈরী করুন। স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং বিরতি দেওয়ার বিষয়ে সম্মত হয় তবে খুব ভাল কথা। অন্যথায় এর সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। তাই অন্তত ছুটির দিনগুলিতে প্রত্যেক তিফল যেন অব্যশই জুমার নামায পড়ে সে বিষয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

(সৌজন্যে: আলফযল ইন্টার ন্যাশনাল, ৫ই অক্টোবর, ২০২১)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 20 Oct, 2022 Issue No. 42

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

১০ পাতার পর...

এর পর ভদ্রমহিলা বলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, আইসিসের মত কিছু সংগঠন ইসলামকে বদনাম করছে। সরকারী স্তরে অথবা নিয়ম মাফিক কিছু সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরী করার কোন কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করা কি সম্ভব? এই কার্যক্রম যাতে কেবল ইমাম ও মাদ্রাসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে বরং সম্পূর্ণ প্রাথমিক স্তর থেকে, যেমন স্কুল ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়া এবং তাদেরকে বোঝানো যে প্রকৃত ইসলাম কী? এবিষয়ে আপনার মতামত কী? জামাতে আহমদীয়া এই ধরণের কর্মসূচীর অংশ হতে পারে কি? আর যদি হতে পারে তবে কতদূর পর্যন্ত হতে পারে?

এর উত্তরে হুজুর বলেন, দেখুন, আমরা এই কাজ আগে থেকেই করছি। আফ্রিকায় কাজ করছি। সেখানে স্কুল পরিচালনা করছি। আমি আপনাকে বলে রাখি যে আমাদের স্কুলে কেবল ইসলাম সম্পর্কেই শিক্ষা প্রদান করা হয় না বরং সেখানে বাইবেলও পড়ানো হয়। এ বিষয়ে আমরা স্বাধীন চেতা। আমরা পর্থিব শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষাও দিয়ে থাকি যাতে মানুষ ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়। অতএব যতদূর সম্ভব হয় আমরা করছি। অনুরূপভাবে এখানে যদি আপনি আমাদের জামাতের যুবকদের দেখেন তবে আপনি জানতে পারবেন যে, আমাদের নতুন প্রজন্মকে কখনোই উগ্রবাদীতে পরিণত করা সম্ভ নয়। কেননা আমরা প্রাথমিক পর্যায় থেকেই তাদেরকে নিজেদের প্রকৃত ধর্মের বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকি। তাদেরকে নিজেদের কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে অবগত করা হয়। তাদেরকে শেখানো হয় যে, হুকুকুল্লাহ (আল্লাহর অধিকার) কি? এবং হুকুকুল ইবাদ (মানুষের অধিকার) কি? যখন তাদের মধ্যে এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে চেতনা তৈরী হয়ে যায় তখন তারা কখনোই উগ্রবাদী হয় না। অতএব আমরা নিজেদের সীমিত সংসাধনের মধ্যে থেকে যথাসম্ভব চেষ্টা করছি বরং আমরা চেষ্টা করি যেন অন্যরাও আমাদের এই প্রচেষ্টার শরিক হয়।

এর উত্তরে মহাশয়া বলেন, জামাতে আহমদীয়ার এই সকল প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমি অবগত, কিন্তু এই বিষয়ে আরও ব্যপকহারেও কাজ হওয়া সম্ভব যেখানে আমরা অন্যান্য মানুষদেরকেও কার্যকরীভাবে এই সকল প্রচেষ্টার অংশ করে নিতে পারি?

হুজুর আনোয়ার বলেন,

আপনাকে আমি একথায় তো বলছি, যে আমরা চেষ্টা করছি। এবছরই ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করেছিলাম যার বিষয় বস্তু ছিল একবিংশ শতাব্দীতে খোদা সম্পর্কে ধারণা। সেখানে ইহুদী পন্ডিতবর্গ, খ্রীষ্টান পাদরী , হিন্দু স্কলার এবং বিভিন্ন ধর্মের পন্ডিতবর্গ এবং কিছু রাজনিতিবিদ বক্তব্য রাখেন এবং আমি নিজেও সেখানে বক্তব্য রাখি। এই সম্মেলনে সমস্ত শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষেরা ও বুদ্ধিজীবিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং এই বার্তাকে ছড়িয়ে দিতে আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে পূর্ণ প্রচেষ্টা করে চলেছি। কিন্তু আপনি কি জানেন যে, ব্রিটেনে আহমদীদের সংখ্যা মাত্র ত্রিশ হাজার যদিও অন্যান্য মুসলমানদের সংখ্যা কুড়ি-ত্রিশ লক্ষ বা তারও অধিক? অতএব শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে প্রচেষ্টা আমরা করছি তা কুড়ি-ত্রিশ লক্ষ মুসলমানের চেষ্টার থেকে অনেক বেশি। তাই আমরা চেষ্টা করছি এবং করতে থাকব।

* এর পর একজন ইংরেজ অতিথি প্রশ্ন করে বলেন যে, হুজুর আনোয়ার আজকের বক্তব্যে ইসলামী যুদ্ধের বিষয়ে বলেছেন। যদি এই সমস্ত যুদ্ধ প্রতিনরক্ষা মূলক ছিল তবে মুসলমানদের সাম্রাজ্য স্পেন এবং অপরদিকে ভারত পর্যন্ত কিভাবে বিস্তৃত হল? এর মধ্যে বিরোধাভাস প্রতীয়মান হয়। আপনি কি এবিষয়ে কিছু বলবেন?

হুজুর বলেন, আমি আমার বক্তব্যে ভারতের দক্ষিণ অংশের উল্লেখ করেছি, এতে সিন্ধ প্রদেশের উল্লেখ করিনি। ভারতে ইসলাম সর্বপ্রথম দক্ষিণ প্রান্ত থেকে প্রবেশ করে এবং এর অনেক কাল পর মহম্মদ বিন কাশেম সিন্ধু প্রদেশে আক্রমণ করেছিল। এই দুটি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন।

হুজুর আনোয়ার বলেন, এছাড়া আমি বক্তব্যে একথাও বলেছিলাম যে,রসুলুল্লাহ (সাঃ) এবং খলীফায়ে রাশেদীন এবং ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে যে সমস্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সেগুলি কোনো দেশের উপর দখল জমানোর উদ্দেশ্যে ছিল না বরং সে সমস্ত যুদ্ধ এই কারণে হয়েছিল যে ভিন্ন জাতিরা মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল এবং এর উত্তরে মুসলমানদের যুদ্ধ করতে বাধ্য হতে হয়।

*এর পর লন্ডন টি.ভির প্রতিনিধি জুলিয়েট প্রশ্ন করেন, যে কিছু মুসলমান বলে থাকে যে, Poppy Appeal ইসলাম বিরুদ্ধ কিন্তু আহমদী মুসলমানরা তো পপ্পি আপীলকে সমর্থন করে। আহমদী মুসলমান এবং অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে চিন্তাধারায় এই পার্থক্য কেন?

হুজুর বলেন, অন্যান্য মুসলমানদের কথা তো জানি না তবে আমরা কেবল এটুকু জানি এবং আমাদের বিশ্বাস হল বর্তমানে আমরাই সেই মুসলমান যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে মেনে চলি। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, দেশের সাথে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ। অতএব ব্রিটেন যদি আমাদের দেশ হয় এবং আমরা এখান থেকে সমস্ত প্রকারের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করছি তবে এই দেশকে ভালবাসা আমাদের কর্তব্য। সুতরাং যদি আপনি নিজের দেশকে ভালবাসেন তবে পপ্পি আপীল হোক বা এই ধরণের অন্য কোন জিনিস হোক, তার অংশ হতে হবে।

এই সাংবাদিকই আরও প্রশ্ন করেন যে, কিছু শিক্ষিত যুবকরাও জিহাদের দর্শনে অতি সহজে আক্রান্ত হয়। এমন সব যুবকদের ব্রিটেন ও বিভিন্ন দেশে কিভাবে আটকানো যায়?

হুজুর বলেন, যেরূপ আমি পূর্বেও বলেছি যে, এরা হতাশার শিকার। এদের মধ্যে কিছু শিক্ষিতও রয়েছে কিন্তু তারা চাকুরী পাচ্ছেনা । সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশিত হয় যে, যুক্তরাজ্যে বেকারত্বের হার কিছুটা হ্রাস পেয়েছে কিন্তু এর দ্বারা যুবক শ্রেণীরা কম লাভবান হয়েছে। অতএব যদি শিক্ষা থাকা সত্বেও তারা চাকুরী না পায় তখন তারা হতাশার শিকার হতে শুরু করে। আর এমতাবস্থায় যখন তারা মৌলূভীদের কাছে যায় তখন মৌলূভীরা তাদেরকে বলে আইসিস এ যোগ দাও, সাত হাজার ডলার বা এত পরিমাণ অর্থ একত্রে পাবে এবং প্রতি সপ্তাহে বা মাসে এত পরিমাণ পাবে। তাই যুবকদের জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব। আমি স্বয়ং এক যুবককে চিনি যে আহমদী নয় , সে কেমিস্ট্রিতে পি.এইচ.ডি অর্জন করেছে। কিন্তু সে উপযুক্ত চাকুরী পাচ্ছেনা। এখন সে গাড়ি চালকের কাজ করে। অর্থাৎ রসায়নশাস্ত্রে পি.এইচ.ডি করার পরও সে নিজের যোগ্যতাকে নষ্ট করছে। আর এই সমস্ত বিষয়গুলিই হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং পরিশেষে এই হতাশা তাদেরকে এই সমস্ত ঘৃণ্য কাজ করতে বাধ্য করে।

* এর পর মহিলা সাংবাদিক ডাক্তার এরিকা হাগ যিনি লন্ডনে বিশিষ্ট সংবাদ পত্রিকা এশিয়ান নিউজ এর প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি প্রশ্ন করেন যে, এই পৃথিবীতে শান্তি এবং সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় মহিলাদের কি ভুমিকা হতে পারে?

এর উত্তরে হুজুর বলেন, প্রকৃত ভুমিকায় তো মহিলাদের , পুরুষদের নয়। কেননা রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যদি মহিলা নিজের সন্তানের সঠিক প্রশিক্ষণ দেয় যেন সে সমাজের, দেশের ও জাতির এবং ধর্মের জন্য উপকারী অস্তিত্ব হয় তখন মহিলা প্রকৃত পক্ষে জান্নাতে একটি গৃহ তৈরী করে।

মহিলা জিজ্ঞাসা করেন, লন্ডন ও মিডল্যান্ডে বসবাসকারী এশিয়ান মানুষদের জন্য আপনার বার্তা কি হবে?

এর উত্তরে হুজুর বলেন, আমার বার্তা এটাই যা আমি আমার বক্তব্যের শেষে বলেছি যে মানুষ যেন নিজের স্রষ্টাকে সনাক্ত করে। প্রত্যেক মুসলমানকে একথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে, কুরান করীম প্রথম সুরাতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের প্রতিপালক। যদি এই আয়াতের উপর আপনার বিশ্বাস থাকে তবে কখনো আপনি অপরের ক্ষতি সাধন করতে পারেন না।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir